প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মুখোপাধ্যায়
দি বুক ট্রাস্ট-এর পক্ষে
৫৭/বি, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ—১৩৬০

প্রচ্ছদ :
ছড়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অঙ্কন—শ্রীপ্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর :
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডা
আদি-মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৮

শত প্রতিকূলতা যাঁহাকে খর্ব করিতে পারে নাই,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সেই অধ্যাপক

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের করকমলে

ছেলে-ভোলানো ছড়া

শিশুর উপর বাপ-মায়ের টান প্রাণের টান, সুতরাং বাপ-মায়ের কাছে শিশুর মূল্য সর্বাধিক। কিন্তু শিশুর মর্যাদা সমধিক তাঁদের কাছে নয় তাঁদের পিতামাতা ও তৎসম্পর্কিত বর্ষীয়ানদের কাছে, যাঁদের টান শুদ্ধ স্নেহের। ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা, দাদামশাই দিদিমা, পিসি মাসি—এঁরাই শিশুর মর্যাদা এবং আসল মূল্য বোঝেন। পৃথিবীর ইতিহাসেও তাই দেখা গেছে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে শিশুর প্রবেশ ঘটেছে অনেক কাল পরে। আমাদের দেশের সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল কালিদাসের কলমে, মহনীয় ভাবে স্ফুরিত হয়েছিল বৈষ্ণব কবিতায় আর পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়।

শিশুকে ভোলাবার জন্যে কথা ও সুরের গাঁথনি আদিম কালের মানব সমাজে কবিতার সম্ভাবনা জাগিয়েছিল। ছেলে-ভোলানো ছড়া তাই সবদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে নূতন-পুরানো কাব্যধারা যা যুগে যুগে নবীনতমদের আনন্দ দিয়ে এসেছে এবং প্রবীণতমদেরও বঞ্চিত করে নি। ছেলে-ভোলানো ছড়া শোনার আনন্দ খুব, বলার আনন্দও কম নয়।

নিতান্ত আধুনিক কালেই ছেলে-ভোলানো ছড়া সাধারণ সাহিত্যের সভার এক কোণে বসবার ঠাঁই পেয়েছে। বাংলার কথা ধরলে ছেলে-ভোলানো ছড়াকে রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যের পাঁতিতে তুলেছেন। দুটি ছড়ার ভাব ও (একটির কিঞ্চিৎ) ভাষা ধরে দুটি চমৎকার কবিতা লিখেছিলেন অনতিক্রান্ত কৈশোর রবীন্দ্রনাথ ১২৯১-৯২ সালে। 'বালক' পত্রের জন্যে লেখা এবং তত্র প্রকাশিত কবিতা দুটি এখন 'শিশু' বইটির

সামিল হয়েছে।—'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান', এবং 'সাত ভাই চম্পা'। প্রথমটিতে যে ছড়া নেওয়া হয়েছে তা নামেই প্রকাশ। দ্বিতীয়টির বস্তু একটি গল্প যার বীজ রয়েছে এই ছড়ায়

সাত ভাই চম্পা জাগো রে
কেন বোন পারুল ডাকো রে।...

রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুটি ছাপা হওয়ার সাত বছর পরে বেরিয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'। রবীন্দ্রনাথের পথে ত্রৈলোক্যনাথ অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। সাত-ভাই-চম্পার মতো একটি গল্পগর্ভ এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক ছড়া নিয়ে ইংরেজী অ্যালিস্-ইন-ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড বইটির কাহিনীর ছায়া আশ্রয় করে চমৎকার বইটি তিনি লিখেছিলেন। বইটি সাধারণ পাঠকদের, বিশেষ করে মেয়েদের, ভালো লেগেছিল, কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন সাহিত্যিকেরই নজরে 'কঙ্কাবতী' আসে নি। রবীন্দ্রনাথ নজর করেছিলেন এবং তার ফলেই আজ আমরা ছেলে-ভোলানো ছড়া বলো, শিশু-সাহিত্য বলো, লোক-সাহিত্য বলো—সব কিছু নিয়ে আস্ফালন করতে পারছি।

ভাত হল কড়োকড়ো বেন্নন হল বাসি
কঙ্কাবতী মা আমার সাত দিন উপবাসী।
কঙ্কাবতী মাগো ঘরে এস না।

ইত্যাদি ছড়াটিকে ধরেই রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল।

আমার মনে হয়, কঙ্কাবতী বইটি পড়েই রবীন্দ্রনাথ ছেলে-ভোলানো ছড়ার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তাঁর এই আদিকমিক-বৃত্তির ফল প্রকাশ পেয়েছিল সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার প্রথম

বছরে, ১৩০১ সালে। ১৩০১ ও ১৩০২ সালে তাঁর দুটি ছড়া-সংগ্রহ পরিষৎ-পত্রিকায় বার হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়েছিলেন দুজন—প্রবীণ সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত এবং সাহিত্য পরিষদের এক নবীন কর্মী বসন্তরঞ্জন রায় যিনি পনেরো-ষোল বছর পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। এই দুজনের ছড়া-সংগ্রহ পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় বছরে (১৩০২) প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ কলিকাতার এবং তাঁদের সংসারের। রজনীবাবুর সংগ্রহ সাঁওতাল পরগণার, বসন্তরঞ্জনবাবুব সংগ্রহ বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর অঞ্চলের। তৃতীয় বছরের পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৩) বেরিয়েছিল দুটি আঞ্চলিক ছড়ার সংগ্রহ। অম্বিকাচরণ গুপ্ত সংগ্রহ করেছিলেন হুগলি জেলার, কুঞ্জলাল রায় করেছিলেন বর্ধমান জেলার।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৩০৬ সালে 'খুকুমণির ছড়া' বইটি প্রকাশ করে ছেলে-ভোলানো ছড়াকে একদিকে শোভন সাহিত্যের মঞ্চস্থ করলেন অপরদিকে শিশুদের ও তাদের মা-পিসিমাদের হাটে মনোহারী দোকান খুলে দিলেন। খুকুমণির-ছড়ায় ভূমিকা লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ভূমিকাটি চমৎকার রচনা। রামেন্দ্রবাবু নিজেও কিছু ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন, তা পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁর সম্পাদন কালে প্রকাশিত হয়েছিল। খুকুমণির-ছড়ার প্রকাশের পরেও মাঝে মাঝে ছড়া-সংগ্রহের কাজ হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল চট্টগ্রাম থেকে আবদুল করিমের সংগ্রহ—পরিষৎ-পত্রিকায় তিন দফায় প্রকাশিত (১৩০৯, ১৩১০, ১৩১৩)। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বিক্রমপুর থেকে বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত (১৩১৪), পাবনা থেকে রাজেন্দ্রকুমার

কাব্যভূষণ (১৩১৪), ময়মনসিংহ থেকে যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক (১৩১৯) এবং মুর্শিদাবাদ থেকে মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ্ (১৩৩৪)—এই কয়জনের সংগ্রহও মূল্যবান্।

বছর দুয়েক আগে এই গ্রন্থের নির্মাতা শ্রীমান্ ভবতারণ দত্ত ছেলে-ভোলানো ছড়ার একটি কোষ-স্থানীয় সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন 'বাংলা দেশের ছড়া' নামে। সে বইটির আকার ও প্রকার ছেলেমেয়েদের অথবা সাধারণ পাঠকের ঠিক উপযোগী নয়। প্রস্তুত সংকলনটি সেই অভাব মেটাবার জন্যে প্রকাশিত হল। বলা প্রয়োজন মনে করি এ সংকলনটিতে 'খুকুমণির ছড়া' থেকে কিছু নেওয়া হয় নি।

শ্রীমান্ ভবতারণ ছড়া ও লোকসাহিত্য নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণায় নিরত আছেন। তাঁর বড় বইটির মতো ছোট বইটিও সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি এবং আরও আশা করি যে, তাঁর হাত দিয়ে আরও এধরণের বই ভবিষ্যতে বেরুবে।

সম্পাদকের বক্তব্য

'দি বুক ট্রাস্ট'-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধেই বর্তমান নির্বাচিত সঙ্কলনটির প্রকাশের আয়োজন হল। আমার 'বাংলা দেশের ছড়া' বইটির দাম সাধারণ পাঠকের কাছে কিঞ্চিৎ চড়া বোধ হওয়ায় ওটির সংক্ষিপ্তকরণ একান্তই আবশ্যক হল। সংযোজিত হল পাবনা, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ছড়া। এটির মূল্য নির্ধারণে সম্পূর্ণ হাত রইল আমার।

আমার প্রথম সঙ্কলনটির প্রধান, এমন কি একমাত্র, উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিদগ্ধসমাজের ওপরতলার বেশ কয়েকজন প্রাজ্ঞ এবং বিজ্ঞের মানসিক পরিশ্রমের ফসলের খতিয়ান দেশের কাছে তুলে ধরা—যা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগেই তাঁরা দেশের মা ঠাকুমা মাসি পিসির হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত গুঞ্জনকে বিধৃত করে দিয়েছেন পাতায় পাতায়। প্রামাণ্য বিবরণ রেখে গিয়েছেন তৎকালীন বালসুলভ খেলার ছড়াগুলিতে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার পাঠান্তরও ধরে দিয়েছেন তাঁরাই। আজ পর্যন্ত ছড়ার যে কটি সঙ্কলন হয়েছে তার মধ্যে প্রত্যেকটি ছড়ায় সঙ্কলকের নির্ধারিত নামোল্লেখ আমিই প্রথম করলুম। সেই দিকটির প্রতি নজর রেখেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়া' থেকে কোন ছড়া না নিয়েই বর্তমান সংক্ষিপ্ত সংস্করণটিকে সবার কাছে ধরে দিলুম। কলিকাতা, বনবিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা এবং হুগলির কয়েকটি ছড়া ব্যতীত প্রায় সবগুলিই 'খুকুমণির ছড়া' (১৩০৬)-র

আগেই প্রকাশিত। এতগুলি বছরের পরিক্রমণের নির্বাচিত সঙ্কলনে তাঁদের সকলের ভাষা এবং বানান-পদ্ধতিকে যথাযোগ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। স্থানাভাবে উদ্ধৃতি, প্রথম ছত্রের সূচী, দুরূহ শব্দার্থ, নির্ঘণ্ট এবং পাঠান্তর প্রভৃতি থেকে এবারে বিরত রইলুম—যার মূল্য, শিশুর কাছেই হোক আর বালক বালিকাদের কাছেই হোক, একরকম নেই বললেই হয়। গ্রন্থশেষে টীকা ছাড়া আর কিছুই রইল না। বর্তমান সঙ্কলনটিতে পাঠান্তরগুলি ব্যতিরেকে কলিকাতা, চট্টগ্রাম, পাবনা, বনবিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা এবং হুগলির ছড়াগুলি সঙ্কলিত হল। 'বাংলা দেশের ছড়া' থেকে পরিত্যক্ত হল 'খুকুমণির ছড়া' এবং যুক্ত হল পাবনা, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ এবং মুর্শিদাবাদের ছড়াগুলি।

আরও একবার মা ঠাকুমা মাসি পিসির অন্তরকে স্পর্শ করার সুযোগ পেলুম—অনুভব করলুম পূর্ববর্তী সেই সব প্রাজ্ঞ এবং বিজ্ঞ জনের সদিচ্ছাকে। যাঁর সীমাহীন ঔৎসুক্য এবং অপরিমেয় নিষ্ঠা আমারই মত আরো অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছে এবারেও তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে তিনি আমাকে বঞ্চিত করেন নি—আমি কৃতার্থ।

সূচীপত্র

সঙ্কেত নির্দেশিকা

(অম্বিকাচরণ) গুপ্ত[১] (হুগলি, ভাঙ্গামোড়া হইতে সংগৃহীত)।

(আবদুল) করিম (চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত)।

(কুঞ্জলাল) রায়[১] (বর্ধমান, দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত)।

(পবিত্রকুমার) গঙ্গোপাধ্যায়।

(বসন্তরঞ্জন) রায়[২] (বাঁকুড়া, বেলেতোড় এবং মেদিনীপুর ও বন-বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত)।

(বিনোদেশ্বর) দাসগুপ্ত (বিক্রমপুর হইতে সংগৃহীত)।

ম (হিলা) বা (ন্ধব) (আসানসোল, উষাগ্রাম হইতে প্রকাশিত পত্রিকা)।

(মোক্ষদা) ভট্টাচার্য।

(মোল্লা রবাউদ্দীন) আহমদ্ (মুর্শিদাবাদ হইতে সংগৃহীত)।

(যোগেন্দ্রনাথ) ভৌমিক (ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত)।

(রজনীকান্ত) গুপ্ত[২] (সাঁওতাল পরগণা হইতে সংগৃহীত)।

রবীন্দ্রনাথ (ঠাকুর সঙ্কলিত ছেলে-ভুলানো এবং মেয়েলি ছড়া)।

(রাজেন্দ্রকুমার) কাব্যভূষণ (পাবনা হইতে সংগৃহীত)।

স (ম্পাদক) সা (হিত্য) প (রিষদ) প (ত্রিকা)।

গ্রন্থসূচী

ইতিহাস মালা—উইলিয়ম কেরি (১৮১২)।

চণ্ডীমঙ্গল—বঙ্গবাসী সং।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত এবং এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ১৯৬৮।

মহিলা বান্ধব—আসানসোল, উষাগ্রাম হইতে প্রকাশিত পত্রিকা।

সাধনা।

দু-পারের ছড়া

১

অন্নপূর্ণা দুধের সর
কাল যাব লো পরের ঘর
পরের বেটা মারলে চড়
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেঁই খুড়ো তোর পায়ে ধরি
রেখে আয়গে মায়ের বাড়ী।
মায়ে দিলে সরু শাঁখা
বাপে দিলে শাড়ী
ঝপ ক'রে মা বিদেয় কর
রথ আস্‌চে বাড়ী।
আগে আয়রে চৌপল
পিছে যায়রে ডুলি
দাঁড়ারে কাহার মিন্‌সে
মাকে স্থির করি
মা বড় নির্ব্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর
আপুনি ভাবিয়ে দেখ কার ঘর কর

২

অরঙ্গ ডরঙ্গ শেলিকর পাতা
বন্ধর বউঅরে ন কৈও কথা।
আন্ধা গরুআ বান্ধা দিম্‌
যবুনারে বিভা দিম্‌।

উঠ উঠ যবুনা
ছকুড়ি বাইঅন কুট না।
জামাই-এ ন খায় ফলৈ মাছ
আঁশে আঁশে কেঁটা
কন্যার মারে কহ গৈ
কাটৌক কৈতর বাছা।

৩

অলি অলি অলি
বাঁশ পাতার ঝলি।
দাইর্গ্যা পুঁটি ধৈর্‌গে উজান
মণি ঘুম যাইত বুলি।

৪

অলি অলি অলিরে ছাবনি পাতার ঘর
ছ মাসের কালে নাম থুইয়ম্ যে কমলা লক্ষীন্দর।

৫

অলি অলি অলিরে মোর ধুম্ কহলের ছা
তোর মা গেইয়ে পানীর লাই পড়ি ঘুম যা।

৬

অলি অলি বাঁশ পাতার ঝলি
উত্তর দক্ষিণর অলি বাছা ঘুম যা।
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম্ দুয়ারে বসি খাইও
সোনার ঢুলইম্ টাঁকি দিয়ম্ সুখে নিদ্রা যাইও
আয়রে পুতানির অলি বাছা ঘুম যা।

৭

অলি আয়রে আয়
দক্ষিণ দি ন আইস্য অলি
মধ্যে এক গাছ খাল।
উত্তর দি আইস্য রে অলি
বান্ধাই দিম্ জাঙ্গাল।
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম্
দুয়ারে বসি খাইও
সোনার ঢুলন পাড়ি দিয়ম্
পড়ি ঘুম যাইও
অলি আয়রে আয়।

৮

অলি আয়রে আয়।
বার্গ্যা বাঁশর ঢুলন রে বাছা[১]
কেরাক্ বেতর বান[২]।
অলি আয়রে আয়।
মাএ দিএ কাচ খারু
বাপে দিএ শাড়ী
সেই শাড়ী উড়াই নিয়ে
ভূমি রাজার বাড়ী।
অলি আয়রে আয়।

৯

অলি ফুলের কলি[১]
বৈল ফুলের গাঁথনি।

চাম্পা ফুলের সাইর[২]
মোর নাচে ঠাণ্ডা মণি।
কার মুনাইয়া কার সোনাইয়া
কনে থুইয়ে চুল
চুলের ভিতর বৈলের মালা
লাখ টেকার মূল।

১০

আই এর্‌রে হরণে
লক্ষ্মী দেবীর চরণে।
লক্ষ্মী দেবী দিয়ে বল
হেডর চড়ি পড়ে কহল।
তার মাঝে সোনার দানা
সোনা নয় রূপা নয়
মধ্যে এক গুয়া টেঁয়ার ছালা।
এক গুআ টেঁয়া পাইলাম রে
বান্যা বাড়ীত্ গেলাম রে
বান্যা বাড়ীর কন্ ঘাঁটা
পূব দুয়ার্গ্যা মাদার কেঁডা
মাদার কেঁডা হেট করি
মত্যা আইএর্ বেইট করি
আইবা মত্যা যাইবা করি।
ঘাঠ পেলাইতা যাওরে
ঘাঠর তলে বাঘর ছা
হম্মুর হাম্মুর কারে রা
ও বাঘা খাইম্ রে

বনেতে নিবাস বনেতে নির্ম্মূল
মাথা ভরণ তেল
সহর বাণু মিলাই গেল্।

১১

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু[১] মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী।
রেল কম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।

১২

আইলাম রে ভাই উড়িয়া,
আত্তির কান্দ চড়িয়া।
আত্তির স্থুর লড় বড় করে,
গাছ থাকিয়া বড়ই পরে।
ছিক্যালড়ে ছিক্যালড়ে,
ঝড় ঝড়িবার টেকা পরে।
একটা টেকা পাইলাম রে,
বানিয়া বাড়ী গেলাম রে।
বানিয়া-গরে উচা টুই,
ধান বাইর কর কুলা তুই,
কুলাতত্ ধান কাঠাত্ গেল,
ফাল দিয়া বুড়ী ঘর গেল।
আলা বুড়ী শিতলি!
কুলার পিড়া কি করিলি,
কুলার পিড়া পুলায় খাইছে,
শিতলিরে বাঘে খাইছে।

১৩

আক্ বাড়ীর পাশে
ভুঁড় শিয়াল্মী নাচে।
বাড়ীর বেগুন ডোবার মাছ
তা খেয়ে খেয়ে ভোঁদড় নাচ।

১৪

আগ্ডুম বাগ্ডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কম্লাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা
সূয্যিমামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই
একটা পান ফোঁপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
কচি কচি কুমড়োর ঝোল
ওরে খুকু গা তোল্।
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দে।
হলুদ বনে কলুদ ফুল
তারার[১] নামে টগর ফুল।

১৫

আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম সাজে
ডান মোন্‌তোর ঘোঁগোর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে গগন পুব।

গগনে আছে অণ্ডি বণ্ডি
টীয়া টশকুন বড়্ডির বাধুন
হেঁচকে পাখ রাই রস্থ রাজা তুই
তাইতো বল্লে গীতের মতু'ই।

১৬

আণ্ডার দেয়র্গ্যা কৈলগাতার চাকরগ্যা
ময়ূরে পেখম ধরে
তার উপর জালালী কৈতর
পাক্রুম্ পাক্রুম্ করে।

১৭

আঙ্গুঠি পাঙ্গুঠি ঝম্মট কলাই
মেঘডুমাডুম্ কদমতলায়।
কদমতলায় মারলেক ঠুলি
ঠুলি গেল বিষ্ণুপুরী।
বিষ্ণুপুরী এন্ দেন্
ফটিক রাজা গুয়াসেন
কার হাতেরে রাজার কড়ি।

১৮

আড়ারে ঘোড়া
শিমুলের তুলা।
শিমূলের ছেলেগুলো পথে ব'সে ব'সে কাঁদে।
কেঁদনা কেঁদনা বাছারা চাল-কড়াই ভাজা দেব
ফের বার কাঁদিলে বাছা তুলে আছাড়িব।
সোনাকুড়ে পড়বি
না ছাইকুড়ে পড়বি।

১৯

আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ
কথা কও না কেন বৌ ?
কথা কব কি ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে।

২০

আতালি রে পাতালি
শাম গেল শাতালি
শামেদেরই বৌ-ছুটি পথে বসে কাঁদে
কেঁদনা মা কেঁদনা গুড় ছোলা দিব
গুড় ছোলা খাবনা মা বাপদের বাড়ী যাব,
বাপ দিলে হল্‌দি
মা দিলে ঝারি
চট করে মা বিদায় কর
রথ চলেছে ভারী।
ই রথে যাবনা মা উল্টোরথে যাব,
ছুই সতীনে কাঁটাল কিনে
মিলে মিশে খাব
গাব গুবাগুব খাব ;
ফাজেলা এই তো আমি খাব।

২১

আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না।

২২

আপিলা জাপিলা ঘন ঘন মাছি
আমের হুক্কা নলের বাঁশী
একাদল পঞ্চদল,
কেরে যাবি কামাস্বল....ইত্যাদি

২৩

আম পাতা কাঁঠাল পাতা
তেল চিবিলে পড়ে।
তোঙার আঙার জাদুমণি
হিলে বিলে দৌঁড়ে।

২৪

আম পাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া[১]।
ওরে বিবি ফিরে দাঁড়া[২]
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে[৩]।
অল্‌রাইট ভেরি গুড্‌
পাঁউরুটী বিস্কুট।
মেম খায় কুট্‌ কুট্‌
সাহেব বলে ভেরি গুড্‌।

২৫

আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো।
কেন রে নটে মুড়োলি ?
গরু কেন খায় ?
কেন রে গরু খাস ?
রাখাল কেন চরায় না ?
কেন রে রাখাল চরাস না ?
বউ কেন ভাত দেয় না ?
কেন রে বউ ভাত দিস্ না ?
ছেলে কেন কাঁদে ?
কেন রে ছেলে কাঁদিস্ ?
পিঁপড়ে কেন কামড়ায় ?
কেন রে পিঁপড়ে কামড়াস ?
কুটুস্ কুটুস্ কামড়াবো
গর্তের ভেতর সেঁধোবো।

২৬

আমার খুকী দুধের সর
কেম্নে যাবে পরের ঘর।
পরে মারলে গালে চড়
গাল করবে চড় চড়।
খুকী আমায় বলবে যে
হে বিধাতা আমার মরণ কর্ কর্।

২৭

আমার খোকো যাবে গাই চরাতে
গাইএর নাম হাসি
আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব
মোহন চূড়া বাঁশী।

২৮

আমার বাছা ন খাব খই ন খাব দই
ন খাব দুধর পুলি
বিদেশত সংবাদ দিই আমার বাছা
বাড়ীত আস্ত বুলি।

২৯

আমার মণির মামার বাড়ীর পিছে
দুসরিয়া আতা
আতা কাটি পেলাইল কুঁইলা
নিয়ে মাথা।
শামপুকুরগ্যার তের দিন
বাঘ গেইয়ে পানী খাইত
হরিণ গেইয়ে চাইত
ঘুঙ্গ্যা উন্দুর খাপ দি বৈসে
বাঘর চোখ খাইত।

৩০

আমি সদাগরের ঝি
আমি কি অমনি রেঁধেছি।
বাড়ীর বেগুন কাঁচকলা আর পটল রেঁধেছি
চালে আছে চাল্ কুমড়ো শিকেয় আছে ঘি
আমি কি অমনি রেঁধেছি

৩১

আয় আয়রে বাছা আয়
কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায়।
তুলিয়া আনিব গগন ফুল
একেক ফুলের লক্ষেক মূল।
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর
গগন মণ্ডলে পাতিব ফান্দ
ধরিয়া আনিব গগন চান্দ।
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোটা
কালি গড়ায়্যা দিব সোনার ভেটা
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাখাব চুয়া
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া।
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া।
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায়
কুঙ্কুম কস্তূরী মাখাব গায়।
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়
অম্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দে গায়।

৩২

আয় ঘুম আয় কলাবাগান দিয়ে
হেঁড়ে পানা মেঘ করেছে।
লখার মা নথ পরেছে কপাল ফুটো করে
আমানি খেতে দাঁত ভেঙ্গেছে
সিঁদুর পরবে কিসে।

৩৩

আয়্ ঘুমানি আয়্
ভালুকে তেঁতোল খায়্
নদীর বালি ঝুর্‌ঝুরানী
নুন বলে বলে খায়্।

৩৪

আয়্ চান্দ আয়্ আয়্।
আইলা দেম্ বাইলা দেম্
মাছ কুটি মেজা দেম্
চূড়া ঝাড়ি কুবা দেম্
কলা ছুলি বাকল দেম্
চান্দ্ কপালে পুড়ুস্।

৩৫

আয়্ চান্দ্ আয়্ চান্দ্।
কলা দিম্ মোলা দিম্
ধেয়ন গাইয়র দুধু দিম্।
গাইয়র নাম চুঙুরী
ডেকার নাম ভুঙুরী, পুড়ুস।

৩৬

আয় চাঁদ নড়িয়া
ভাত দেবো বাড়িয়া
মাচতলায় ঠাঁই দেবো
গাই বিয়ালে দুধ দেবো
মোষ বিয়ালে ছাও দেবো
মণির কপালে মোর টুকু দিয়্যা যা।

৩৭

আয় রে আয় চাঁদ মামা
টি দিয়ে যা
চাঁদের কপালে মোর টি দিয়ে যা
বাঁশবনের ভেতর দিয়ে
ট্যাংরা মাছের ঘাড়ে চড়ে টি দিয়ে যা।
আয় চাঁদ আয়
সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে
লাল সাগরের ওপর দিয়ে
বাঁশবনের ঝোপর দিয়ে
আয় চাঁদ আয়।
চাঁদ তো শোনেনা কথা হেসে ভেসে যায়
মাছ কুটলে মুড়ো দোবো
ধান ভানলে কুঁড়ো দোবো
রাঙ্গা সুতোর কাপড় দোবো
কাল গাই এর দুধ দোবো
দুধ খাবার বাটী দোবো
হাতে দোবো কলা
মনুর সাথে এসে খেলা
আয় চাঁদ আয়।

৩৮

আয় রে আয় ছেলের পাল মাচ মারণে যাবি
মাচের কাঁটা ফুটলে পায় দোলায় চেপে যাবি
দোলায় আছে দু’পণ কড়ি গুণতে গুণতে যাবি

ছোট শাঁখা বড় শাঁখা ঝুমুর ঝুমুর করে
এক তোলা খএর খেয়ে দাঁত ফর্ ফর্ করে
আর এক তোলা খএর খেয়ে দুর্গহনু জ্বলে।
দুর্গহনুর জলটুকু ঝিকিমিকি করে
তাতে বসে বাপু ঠাকুর কন্যা দান করে।
কন্যা দান করতে করতে চখে এল কলু
ধর বাবা লাল গামছা মোছ বাবা মু।

৩৯

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

৪০

আয় রে আয় ভুঁড়ো শিয়াল
কুল পেকেছে।
আর যাব না বামুন পাড়া
বামনী লেজ কেটেছে।
কত রক্ত পড়েছে,
কত ব্যথা হয়েছে,
অমুক[১] ওষুধ দিয়েছে,
তবে ভালো হয়েছে।

৪১

আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম
ঘুম কুচুলের পাতা।
নাছ দুয়ার দিয়ে ঘুম যায়
দুটো মাগুর মাথা।

৪২

আয় রে চাঁদা আগড় বাঁধা
দুয়ারে বাঁধা হাতী।
চোখ ঢুল ঢুল নয়ন তারা
দেখসে চাঁদের বাতী।

৪৩

আয়রে পাখী আয়
আমার গোপালকে দেখসে আয়।
আয়রে পাখী ঘুমো
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো।
আয়রে পাখী নেজঝোলা
আমার গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা।

৪৪

আয়রে পাখী টিয়ে
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে।

৪৫

আয়রে পাখী লটকুনা
ভেজে দিব তোরে বর বটনা।
খাবি আর কলকলাবি
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি।

৪৬

আলতা মুড়ী গাছের গুঁড়ী জোড় পুতুলের বিয়ে
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে
এখন কেন কান্‌চো বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।
আগে কাঁদে মা-বাপ পাছে কাঁদে পর
পাড়াপড়সী নিয়ে গেল শ্বশুরদের ঘর।
শ্বশুরদের ঘরখানি বেতের ছাউনি
তাতে বসে পান খান দুর্গা ভবানী।
হেঁই দুর্গা হেঁই দুর্গা তোমার মেয়ের বিয়ে
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা গোঁদের[১] ডালা কোন সোহাগীর বৌ
হীরে দাদার মড়মড়ে থান ঠাকুরদাদার বৌ।
এক বাড়ীতে দৈ দিব্য এক বাড়ীতে চিঁড়ে
এমন[২] করে ভোজন করে গোক্ষুনাথের কিরে।

৪৭

আলতা পাতা চালতা পাতা বেনা পাতার সই
সব জামাই খেয়ে গেল ছোট জামাই কই।
এক পো ধানের মাছ কিনলুম পিঁড়েয় বসে আছি
এই চিলটা নিয়ে গেল ঠ্যাং ধরে নাচি।

৪৮

আলুন বালুন চালুনখানি
মেইদি গাছের গুড়ি ;
সাত টাকা দিয়ে বিয়ে করলাম
খাঁদি লাকি ছুঁড়ি।

খাঁদা হোক বোঁচা হোক তাও আমি পরি,
দানোক সান্নুক ভাত খায় ঐ জ্বলুনে মরি,
বোল 'ফাজেলা' কি করি।

৪৯

আলুর পাতা ঠালুর ঠুলুর, দাঁত মড়াইতাম ছাই,
আঁত্তি আইরে ঘোড়া আইরে কুল মানিকের ভাই।
কুল মানিকের ভাই নারে উড়িল কইতর,
উড়িল কইতর নারে সবার ভিতর।
সোনা আর পিত্তল দিয়া বান্দাইলাম নাও,
সেই নাও চড়িয়া আইরে দুর্গার মাও।
দুর্গার মাও নারে হাঁসিতে হাঁসিতে,
কালা কালী দুইডা ছেঁড়ী নাচিতে নাচিতে।
আয়রে বইন সকল জলেরে যাই,
জলেরে গি-ই-য়া ছিরফল খাই।
ছিরফল খাইতে খাইতে হাত ফুট্‌লাম কাঁটা,
কাঁটা না কাঁটা আইজ হইতে রইলাম আমি
সতিনের খোঁটা।

৫০

আলুর পাতায় ছালুরে ভাই ভেল্লা পাতায় দই
সকল জামাই এলরে আমার খোঁড়া জামাই কই।
ওই আসচে খোঁড়া জামাই টুং টুঙি বাজিয়ে
ভাঙ্গা ঘরে শুতে দিলাম ইঁদুরে নিল কান
কেঁদনা কেঁদনা জামাই গরু দিব দান
সেই গরুটার নাম থুইও পুণ্যবতীর চাঁদ।

৫১

আস্তক লক্ষ্মী বস্তক ঘরে
খাট বিছাই দিম থরে থরে।
খাটর নীচে বাঘর ছা
যে ন মাতে তারে খা।

৫২

আঁকড় ফুলে ঝাঁক ঝাঁক
বেঁচ ফুলের পৌঁড়ি
দুর্গা যাচ্ছেন শ্বশুর বাড়ী।
আজ থাক মা দুধ পান্ত খেয়ে
কাল যাবে মা সহর কাঁদিয়ে।
পাছে যাচ্ছে ভার বাউটি
আগে যাচ্ছে ডুলি
দাঁড়ারে বাজ বাজন্দার
মায়ে বোধ করি।
নির্বুদ্ধি মাগো কেঁদে কেন মর
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর।
বাবাকে কি দিব নীলগিরি হাতী
দাদাকে কি দিব দুধ খেতে বাটি
মাকে কি দেব হেঁসেল সরা ঘটি
বৌকে কি দেব ছড়া ভত্তি কাঠি।

৫৩

আঁটুল বাঁটুল
শিমলে সাঁটুল
শিমলে গেছে হাটে
গুয়া কাট কাটে

মালীদের মেয়েগুলো
খাটে বসে কাঁদে।
আর কেঁদো না
কলাই ভাজা দিব
আর কাঁদলে
দাদাকে বলে দিব।
দাদা ডাক ছাড়ি
দাদা গেছে কার বাড়ী।
ও পথেতে যেও না গো
বঁধু এসেছে
বঁধুর পান খেও না গো
ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল
ফুটে রয়েছে
হাত বাড়িয়ে তুল্‌তে গেলাম
দাদা রয়েছে
দাদার হাতের বাজু বন্ধন
ছুঁড়ে মেরেছে
উহু হু বড্ড লেগেছে।

৫৪

আঁদুলে কুঁদুলের মাসী কুলতলাতে বাসা
পরের ছেলে কাঁদাতে মনে বড় আশা।
হাতে না মেলাম ভাতে মেলাম কল্লেম গঙ্গাপার
রেতে না কেঁদো ছেলে দিনে একটিবার।

৫৫

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি চাম কাটে মজুমদার
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।
হিঙুল করে কড়মড়
দাদা দিলে জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা
ভাত খাওসে দুপুর বেলা।
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতরের মাথা।

৫৬

ইচিং বিচিং
জামাই কিচিং
তায় প'ল্লো মাকড় বিচিং।
মাকড়েরা লড়ে চড়ে
সাত কুমড়োর ডিম পাড়ে।
এলের পাত
বেলের পাত
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ।

জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়িতে হল বেলা
খলসে মাছের চৌকা
কিলড়ে বসে পৌকা।
এক পাতা সুশুনি শাগ চালে শুখায়
নন্দাইকে ভাত দিতে কাঁকাল দুখায়।
নন্দাই হে নন্দাই ডুমোর পেড়ে দাও
ডুমোর খাঁয়ে পেট ভর্‌ল সাঙ্গা করে দাও।
হেই নন্দাই হেই নন্দাই মার্যো না সাট্‌নার বাড়ি
কাটন কাঁটায়ে দিব খাজনার কড়ি।
বাড়িতে আছে নিমগাছটি নিম ঝুর্‌ ঝুর্‌ করে
সদাই বিল্লালীর বিটি লিত্তি লিয়াই করে।
ফাল লিবি না কোদাল লিবি সত্যি করে বল
নাইত ভাশুর ভাতার ধর।

৫৭

ইচিং বিচিং জামাই চিচি
ফুল ফুটেছে থকা থকা তাতে বড় কড়ি।
আড়াই মাসে ডিম পেড়েছে, লটে গাছের বুড়ি।
লটে রে হটমট শাউনেরি শীষ
হেনা ঠাকুর বর দিয়েছে,
খারোই মারোই বিষ।
পঞ্চার মা ধান কুটো পঞ্চা খায় খুদ্‌
বাঁশতলাতে ঘুঘু ডাকে পঞ্চারে পুত।
বল্‌ লো ফাজেলা পুরুত।

৫৮

ইটা কমলের মালো ভিটা ছেড়ে দে
তোর ছাওয়ালের বিয়া বাগু এনে দে।
ছোটবেলায় খেলাইছিলাম খুটি মুছি দিয়া
মা গালাইছিলেন থুবড়ী বলিয়া।
এখন কেন কাঁদ মাগো ডুলির খুরা ধরে
পরের পুতে নিয়ে যাবে ডুমডুমি বাজিয়ে।

৫৯

উতরথুন্ আইএর তোতা
পাখ লাড়ি লাড়ি
বার্গ্যা বাঁশত্ বসি তোতা
করে চাতুরালী।
বার্গ্যা বাঁশর আগা নয়
জায়ত বেতর বান।
সেই ঢুলইনে ঢুলায়
যেন পূর্ণমাসীর চান।

৬০

উতরথুন্ আইএর ময়না
পাখ লাড়ি লাড়ি
বড়ই গাছত্ বৈস্তে ময়না
করের চাতুরালী।

৬১

উতরে ঢুন্ ঢুন্ পুবে বিয়া
ভাগিনা লক্ষণ যোড়া দিয়া।
লাত্উয়ার মা বুড়ী
হাঁইছত্ বই ঝুরি।

৬২

উদোর মামা উদোর মামা
আমার বাড়ীত্ আইও
ডালা ভরি চূড়া দিয়ম
গাল ভরাইয়া খাইও
একটি চূড়া উনা হৈলে
মালীর বাড়ীত্ যাইও।
মালীর বউএর দাঁতত্ ছাতা
ধোপার বউএর হাতালি মাথা।

৬৩

উলু উলু মাদাঁরের ফুল
বর আসছে কত দূর?
বর আসছে বাঘ্নাপাড়া
বড় বৌ গো রান্না চড়া।
মেজ বউ গো কুট্‌নো কোট্।
ন বউ নত্তা
সকল ঘরের কর্তা
ছোট বউ গো জলকে যা
জলের ভেতর লেখাযোখা
ফুল ফুটেচে চাকা চাকা।

ফুলে বড় কঁড়ি
নটে শাগে বড়ি।
আল্লাদিনী লো আল্লাদ করিস্ না
তোদের আল্লাদ সাজে না।

৬৪

উলু উলু মাদাঁরের ফুল
বর আস্‌চে কত দূর
বর আস্‌চে বাঘ্‌নাপাড়া।
বরের মাথায় চাঁপা ফুল
কনের মাথায় টাকা
এমন বরে বিয়ে দিয়েছি
গোঁপদাড়িটা পাকা।
চোক খাক তার মা বাপ
চোক খাক তার খুড়ো
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে
তামাকখেকো বুড়ো।
তামাকখেকো বুড়োটা কলা-আড়িকে যায়
যে কলাটা মর্তমান সেই কলাটা খায়।

৬৫

উলুকেতু ছুলুকেতু নলের বাঁশী
নল ভেঙ্গেছে একাদশী।
একা নল পঞ্চদল
কে যাবি রে কামার সাগর
কামার মাগী কেরকেরানি
যেন পাট রানী।

আক বন ডাব বন
কুড়ি কিষ্টি বেড়াবন।
কার পেটের ছুয়ো
কার পেটের সুয়ো।
বলে গেছে চড়ুই রাজা
চোরের পেটে চাল কড়াই ভাজা।
কাঠ বেড়ালী মদ্দা মাগী কাপড় কেচে দে
হারদোচ্ খেলাতে ডুলকি কিনে দে।
ডুলকির ভিতর পাকা পান
ছি হিঁদুর সোয়ামি মোচরমান।
এক পাথর কলা পোড়া এক পাথর ঝোল
নাচে আমার খুকুমণি বাজা তোরা ঢোল।

৬৬

উলু বনে থাকে রামা
খুলুৎ খুলুৎ কাশে
উলু বান্ধে ঝাড়া বিরা
সুনন্দারে ডাকে।
সুনন্দা উঠিয়া বলে রামা কই
সুখে নিদ্রা যাইব রামা সুনন্দারে লই।

৬৭

এই গালে দিনু চুমু
দেরে ঐ গাল
ঘুমে ঘোর খোকা মোর
চুমুর মাতাল।

৬৮

এই হনুমান কলা খাবি
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি ?
বড় বোয়ের বাবা হবি
এক ঘটি জল কোথা পাবি ?
গলা আটকে মরে যাবি !

৬৯

এউ-এউ-তারা বাড়ী নেই কেউ,
চৌকিদারে টের পেয়ে বউ কেড়ে নেছে
তারা বউ আনতে গেছে ।
ও খোকা তুই বাড়ী আয় শুয়ে ঘুম যা,
এনে দেব রাঙা বউ দেখবে তোর মা ।

৭০

এক আড়ি বান্ধম্ দুই আড়ি বান্ধম্
ভডাইর বাপে খায়
রাত পোহাইলে ভডাইর বাপ
গাছ কাটাত যায় ।
গাছ নিল চোরে
মোরে মারল ভোঁয়রে ।
কোডে পেলাইম কোডে পেলাইম
সিন্দুর গাছর তলে
সিন্দুর ভায়া দোহাই দিল ।

উন্দুরে বোলে ঝাপুর ঝুপুর
কুচ্যায় বোলে থিয়া
বাঁদীর পুতে বিয়া করে
এক শত টেকা দিয়া
রাজার পুতে বিয়ে করে
চোমরী ঢুলাইয়া।

৭১

এক ছিয়লি রান্ধে বাড়ে দুই ছিয়লি খায়
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত্ চড়ি যায়।
ঘোড়ায় বলে পাট কাপড়গ্যা বন্ধে বলে সাড়ী
সেই সাড়ী উড়াই দিলাম ভূম্ রাজার বাড়ী।
ভূম্ রাজা ভূম্ রাজা কি কর বসিয়া
তোমার পুতে মারণ্ খাইয়ে দরবারে বসিয়া।

৭২

একটি কথা আছে—কি কথা?
ব্যাঙলতা।—কি ব্যাঙ?
তুড়ি ব্যাঙ।—কি তুড়ি?
বামুনবুড়ী।—কি বামুন?
চণ্ডী বামুন।—কি চণ্ডী?
পিটে গণ্ডী।—কি পিটে?
তাল পিটে।—কি তাল?
খেজুর তাল।—কি খেজুর?
পিক্ খেজুর।—কি পিক্?
সোনা পিক্।—কি সোনা?
গু খানা।—তুই আদ্দেক ভাগ নেনা।

৭৩

এক পাথরে বেগুন ভাজা
এক পাথরে ঘোল
নাচে তো কলা বউ
বাজে তো ঢোল।
গণেশের মা কলা বউকে
জ্বালা দিও না
একটি কলা খেলে পরে
আর পাবে না।

৭৪

একবার নাচ চাঁদের কোনা
আমি মুরলী বাঁধিয়ে দেব যত লাগে সোনা
আবার তোমার নাচন আমি জানি
জানে না ব্রজাঙ্গনা।

৭৫

এক যে রাখাল গরু চরায় গামছা মাথায় দিয়ে
তার মাকে ধরে নিয়ে গেল বুড়ো বাঁদরে।
মাসি কাঁদে পিসি কাঁদে চালে আছে ঝিঙ্গে
পুঁটিমাছটা গীত গায় নেউলে বাজায় শিঙ্গে।

৭৬

এক হাত্তা বলরাম
দো হাত্তা শিং
নাচে রে বলরাম
তাক ধিনা ধিন্ ধিন্।

৭৭

এক হাতা তুই হাতা তিন হাতা পাতা
রাজার দিনর বৈল্যা গোটা।
রাজার দিনর হাট ঘাট
গর্ভনাত্তির হাতর দ্বার
বাঁশ কাটিবার খোবে যার।
আগা পেলাম চেগাইয়া
গুড়ি পেলাম ভোগাইয়া
বাঁশ কাটিবার খোবে যার।
খাব খাব শীতলীর খাব
তার মধ্যে ধোড়া সাপ।
সাপ পেলাম পাকাইয়া
লডি আনলাম ঢাকাইয়া
লডি মোর বড় ভাই
আই বিলর টাই মাছ।

* * *

মামার কপিলি গাই
দিনে রাতে তুধ খাই
সাত বউএতে সাত ছিবা
আমার্ত্তে এক ছিবা
এক ছিবা কাটিলুম
যমের ঝাঁক বান্ধিলুম্।
কালা গরু ধলা তুধ
বেচে যে পুতানির পুত।
হাটে ঘাটে দোষ নাই
গোরখ পোয়ার দোষ নাই।
বাড়ীর পিছে কোত্তি
গরুর পেট ভর্ত্তি।

৭৮

এঙ্গ্যা নাচের বেঙ্গ্যা নাচের
আলু কচু খাই
সোনা পাগলা নাচন করের্
সুন্দর বউ পাই।

৭৯

এচ্চি মেচ্চি ধান চৈল
ধানর ভিতর বিলাই পৈল।
পক্ষীরাজে মাছ মারে
ধোড়া সাপে লেজ লাড়ে।
এল ভাত বেল ভাত
রাজা কহে যে চুরির হাত কাট।

৮০

এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনা তলায় বসে
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।
আমরা যার পরের ঘরে পর অধীন হয়ে
পরের বেটা মুখ করবে মুখনাড়া দিয়ে
ছুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।

৮১

এপারেতে বেনা ওপারেতে বেনা
মাছ ধরেছি চুনো চানা।

হাঁড়ির ভিতর ধনে
গৌরী বেটী কনে
নোকে[১] বেটা বর
টাঁকশালেতে চাক্‌রি করে ঘুঘুডাঙ্গায় ঘর।
ঘুঘুডাঙ্গায় ঘুঘু মরে চালভাজা খেয়ে
ঘুঘুর মরণ দেখ্‌তে যাব এয়ো শাঁখা পরে।
শাঁখাটি ভাঙ্গল
ঘুঘুটি ম'ল।

৮২

এরন্‌ গোটা ভেরন্‌ গোটা
তিন গোদর ভাই
তিনও গোদে যুক্তি করের
বৈদ্য বাড়ীত্‌ যাই।
উঠ উঠ বৈদ্য রে ভাত দেও রে খাই
শীতল পাটী বিছাই দেও গোদা রে নাই।

৮৩

এসে পৌষ যেও না জন্ম জন্ম ছেড়ো না
পৌষের মাথায় সোনার বিঁড়ি হাতে নড়ি কাঁকে ঝুড়ি
পৌষ আসছে গুড়ি গুড়ি।
আন্‌বো গাঙ্গের জল ঘরে বসে নেয়ো খেয়ো
বাহান্ন পৌটি হয়ো, ঘরে বসে পিটে খেয়ো
এমন সোনার পৌষ জন্ম জন্ম হয়ো।

৮৪

ও আমার জাদু বাছা কন্ বনেতে যায়
পিঁজরাতে বসি ময়না চিকন দানা খায়
উড়িয়া যাইতে ময়না ফিরিয়া ন চায়।

৮৫

ওই আসছে খোঁড়া জামাই ডিং ডিং বাজিয়ে
ক্ষীরের হাঁড়িতে দই প'ল ছাই খাক্ সে।
হাঁড়ায় আছে কাতলা মাছ ধরে আনগে
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলে টীয়ে
টীয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে।
লাল গামছায় হলো নাকো তারে এনে দে
তসর করে মসর মসর সাড়ী এনে দে
সাড়ীর ভারে উঠতে নারি শালারা কাঁদে।

৮৬

ও উকুন বিবি মরি গেইয়ে
বকা সাত দিন উয়াস রৈয়ে
গাঙ্গর পানি কেনা হৈয়ে
হাল্যা ময়নার চোখ কানা হৈয়ে
মজুরর হাতত্ কাচি বান্ধি রৈয়ে
খস্যা চোবা হৈয়ে
বাঁদিনীর হাতত্ ঝাটা বান্ধি রৈয়ে
শাশুড়ীর হাতত্ পিছা বান্ধি রৈয়ে

বউঅর হাতত্‌ ভাত কাটি বাঝি রৈয়ে
ময়না আয় রে আয়
মোর জাদুব সোনা মুখে
চুম দিয়ে যা।

৮৭

ও নিন্দ্রালী মাবে তুই আমারো
বাড়ীত আয়
আমাবত্‌ আছে গুবা বাছা
লগে ঘুম যা।
ডাইলও দিয়ম্‌ চইলও দিয়ম্‌
রসাই কবি খাইও
ঝড়রে নেহালি দিয়ম্‌
শুইয়া নিদ্রা যাইও।

৮৮

ওপাবে তিল গাছটি
তিল ঝুব ঝুব করে
তাবি তলায় আমাব মা
লক্ষ্মী প্রদীপ জ্বালে।
মা আমার জটাধারী
ঘব নিকুচ্ছেন
ভাই আমার রাজ্যেশ্বব
ঘড়া ডুবাচ্ছেন।
ঐ আসছে প্যাথনা বিবি
প্যাক প্যাক প্যাক
ও দাদা ভাখ ভাখ ভাখ।

৮৯

ওপারে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতে লাল লাঠিখান ফেলে মেরেছে
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটা নিলে কিঁয়ের মা একটা নিলে কিঁয়ে
ঢোকুম্কুম্ বাজনা বাজে অকার মার বিয়ে।

৯০

ওপারের কলাগাছটি লম্বা লম্বা চুল
ঢাক বাজে ঢোল বাজে কোন গাঁয়ের বর
দুষ্ট মাগী শাশুড়ী কনে বার কর।
বার করেছি বার করেছি জলের ঝারা দিয়ে
রামমণিকে নিয়ে যাবো বকুলতলা দিয়ে
বকুল ফুল কুড়ুতে পেয়ে গেলাম মালা
রামধনুকের বাদ্দি বাজে সীতারামের খেলা।
নাচ্তে বাপু সীতারাম কেঁকাল বাঁকিয়ে
আলো চাল খেতে দিব টেঁপর ভরিয়ে
আলো চাল খেতে খেতে গলা হলো কাট
হেথা কোথা জল পাবো তিরপুনীর ঘাট
তিরপুনীর ঘাটে রে ভাই ঝুরঝুরে বালি
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি।
ডালিম গাছে পিরভু নাচে
তা ধেই ধেই বাদ্দি বাজে।
আই গো চিন্তে পার
গোটা দুই অন্ন বাড়।

অন্নপূর্ণা দুধের সর
কাল যাবো মা পরের ঘর
খুড়ো দিলে বুড়ো বর
হে খুড়ো তোর পায়ে পড়ি
রেখে আয় মায়ের বাড়ী
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিল বারি
ভাই নিলে হুড়কো ঠ্যাঙ্গা চল শ্বশুরের বাড়ী ॥

৯১

ও পারের কুল গাছটি রামছাগলে খায়
তার তলা দিয়ে দ্রবময়ী শ্বশুর বাড়ী যায়
আগে যায়গো ভার বাউটি
পিছু যায়গো ডুলি
দাঁড়ারে কেবলা
মায়ে বোদ করি।
মা বড় নির্বুদ্ধি
কেঁদে কেন মর
আপনি ভাবিয়ে দেখ মা
কার ঘর কর।

৯২

ও পোউআ তোর মৈষ কণ্ডে চরে ?
মুড়ার উপর।
কি খেড় খায় ?
কানাইয়ার আগা।

তোর মৈষে লাদে কেমন ?
পেরুয়া ভরা।
দুধ দে কেমন ?
হাতয়া ভরা।
ও পোউআ........ক্যা মরা ?
ভাতে মরা।
ভাতে কনে ন দে ?
বউএ ন দে।
বউঅরে ধরি মারিত ন পারস্ ?
পোআ এ কান্দে।
পোআর নাম কি নাম ?
আকই বাকই।
বউঅর নাম কি নাম ?
নাটুয়া চড়ই
কেমেন নাচিবি নাচ্ত চাই।

৯৩

ও বাছা ন কান্দিও ন ভাঙিও গলা
কাইল বেহানে আনি দিয়ম্ চক বাজারের লোলা
চক বাজারের দক্ষিণ দিগে
তোমার মাতা কান্দের যে চিকন চিকন গলা।
হাটুআ লোকে কয় যে
ই তার বাড়ীত্ কি
ই-তার বাড়ীত্ একনজরে বান্ধি এড়্গে
মৈষর লড়াই দি।

৯৪

ও বুড়ি ও বুড়ি ফুতা কাট
কাইল বেহানে অলি হাট
অলি হাটত্ যাবি নী
চড়্কা বান্ধা দিবি নি
চড়্কা নিল হিয়ালে
বুড়ী কান্দের্ বিয়ালে।

৯৫

ও বুড়ী ও বুড়ী ফুতা কাট্।
কাইল বেহানে গজর হাট
গজর হাট্ত যাতুম্ চাম্
চড়্কা চড়্কী আন্তুম চাম্।
মামা আইএর ঘামিয়া
ছাতি ধরি লামাইয়া
ছাতির উপর কদমফুল
ভেরুআ নাচন নাদান ফুল।
হাত কাটিলুম ডোঁয়া ডোঁয়া
চালত্ ফেলাইলুম্ দা
বড় ভৈনরে বিয়া দিয়ে
ছ পুতের মা।
সুন্দরী গেইয়ে পানীর লাই
বাহু লাড়া লাড়া
হাতত্ দিয়ে বাজুবন
মাদুলী ছাড়া ছাড়া।

৯৬

ওরে আমার ধনখানি
হিচল তলার বনখানি
ধন ধন ধন ধনা
পাঁকোড়োর গাছের ফেনা
হয় না কেন ভিন্‌কা খুকী কানে দিব সোণা।

৯৭

ওরে আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে
মা বলে বলে ডাক্‌ছিলে
ধুলো কাদা কত মাক্‌ছিলে
সে যদি তোমার মা হত
ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে নিত

৯৮

ওরে আমার সোনা
এতখানি রাতে কেন বেহন ধান ভানা ?
বাড়ীতে মানুষ এসেছে তিন জনা
বাম মাছ রেঁধেলি শোল মাছের পোনা।

৯৯

ওরে আমার সোনা
সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা[১]।

১০০

ও ললিতে চাঁপ কলিতে
একটি কথা শুন্‌সে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে
চূড়ো বাঁধা মিন্‌সে।

১০

ও হলদ্যা গুয়া খা
ছিবিপুর বেড়াই যা।
ছিবিপুরর কন্‌ ঘাঁটা
পূব দুয়ার্গ্যা মাদার কেঁটা
মাদাব কেঁটা হেট করি।
আস্তন্‌ লক্ষ্মী বল কবি।
আস্তন্‌ লক্ষ্মী যাইবাক্‌ কই
খাট্‌ বিছাই দে বস্তক্‌ গই
খাটর তলে বাঘর ছা
হাড়ুম হুড়ুম করে রা
যে ন মাতে তারে খা।

১০২

ক খ গ ঘ ঙ
কে মেরেছে বল না
মাথা হেঁট কর না
বলে দিলে খেলব না।

১০৩

কচি কচি পেয়ারা পাতা
ও ঠাকুমা যাচ্ছ কোথা
আমি যাচ্ছি কলকাতা
আনতে সোনার কাজললতা।
ওকি আমি পরতে পারি
দূর হয়ে যা শ্বশুর বাড়ী।

১০৪

কন কন্ কন্ ?
চালে তুই গাছে ছন্
লট্‌কি লট্‌কি বাতাস করে
উড়াই নিত মন।

১০৫

কহ সখি কৃষ্ণতত্ত্ব কথা
কৃষ্ণ পাব কোথা ?
কৃষ্ণ মথুরায়
কৃষ্ণ পাতকী তরায়।

১০৬

কাউয়া কা কা বৈল বিচি বা খা
শুন্দরীরে বিয়া করি ঢাকা চলি যা।

১০৭

কাজল বলে আজল আমি রাঙ্গা মুখে যাই
কালো মুখে গেলে আমার হতমান হয়।

১০৮

কানাইর মাথাত্‌ লাল পাগড়ী
পাকাইয়াছে ছিক্কা দড়ী
সকলে বেচে দধি দুগ্ধ
কানাইয়ে গণে কড়ি।
কানাই ন যাইও গোপাল পাড়া
ভাঙিব তোমার হাতের বাঁশী
ছিঁড়িব তোমার গলার মালা।

১০৯

কান্দেরে কালারির পোয়া
জালা মিঠার লাগিয়া
অপূর্ব সন্দেশ বান্ধে
কানাইর লাগিয়া।

১১০

কার লেগে বাড়ালেম রে কাল রে তুলসী
গৌরীর লেগে বাড়ালেম রে গৌরী এমন ঝি
মা আমার কে লয়ে যায়
সোনা আমার কে লয়ে যায়।
মা কাঁদে বাপ কাঁদে পেটারী সাজায়ে
খেলাবার সঙ্গিনী কাঁদে ধূলায়ে লুটায়ে
এমন ইচ্ছে করে বাবা গলায় দি কাটারি।
মারে মোর কে লয়ে যায়
সোনারে মোর কে লয়ে যায়।

১১১

কালা রসি মল্লা বাঁধে ঢাল মিঠা দিয়া
অপূর্ব সন্দেশ বান্ধে পিতার লাগিয়া।

১১২

কাঁদুনে রে কাঁদুনে কুলতলাতে বাসা
পরের ছেলে কাঁদবে বলে মনে করেছ আশা।
হাত ভাঙ্‌ব পা ভাঙ্‌ব করব নদী পার
সারা রাত কেঁদ না রে যাদু ঘুম' একবার।

১১৩

কি খাবার মনবাবু কি খাবার মন
হাটের চুঁচুড়া মাছ বাড়ীর বেগুন
সে খেয়ে খোকাবাবুর এতই নাচন।

১১৪

কি রান্না রেঁধেছিল পিসি[১]
পাটশাগের ঝোল
খাঁদা নাকের গড়গড়ানি[২]
পাড়া গণ্ডগোল।

১১৫

কিসে আদা কিসে নুন
ঠাকুর দাদার কথা শুন।

১১৬

কিসের লেগে কাঁদ খোকা কিসের লেগে কাঁদ
কিবা নেই আমার ঘরে ?
আমি সোনার বাঁশী বাঁধিয়ে দেব
মুক্তা থরে থরে।

১১৭

কুঁড়া বলে কুঁড়ুনী এইবার বড় বান,
উচা করিয়া বান্দিও ভিটি কুটিয়া খাইব ধান

কুঁড়া গেছে ধান কুটিতে, কুঁড়িরে খাইল বাঘে,
সকল কুঁড়া সাজিয়া আইলো কুল মাণিকের আগে
এক বাঘ মারিয়া আইলাম চিতলিয়ার পার,
আর এক বাঘ দৌড়াইয়া নিলাম বাঘ করলো খোড়ী,
পাছাইতে পাছাইতে গেলাম মামাগর বাড়ী।
মামাগর ঘোড়াটা চোক নেকে করে,
আমার ভাই জগৎ আলী ঘোড়া দৌড়াইতে পারে।
ঘোড়া দৌড়াইতে ঘোড়া দৌড়াইতেপথে পাইল সারি,
সেও সারি পিন্দিয়া বেড়ায় চানখাঁর বাড়ী।
চান খাঁ চান খাঁ কি কর বসিয়া ?
তোমার পুতে কলী যায় দরবার বসিয়া।

১১৮

কে মেরেছে কে ধরেছে সোনার গতরে
আধকাটা চাল দেব গালের ভিতরে।
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
তার সঙ্গে গোসা করে ভাত খাওনি কাল।
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
তার সঙ্গে কোঁদল করে আসব আমি কাল।
মারি নাইকো ধরি নাইকো বলি নাইকো দূর
সবে মাত্র বলেছি গোপাল চরাওগে বাছুর।

১১৯

কে রে, কে রে, কে রে
তপ্ত দুধে চিনির পানা
মণ্ডা ফেলে দে রে।

১২০

কেঁদনারে নীলমণি কাঁদলে গলা ভাঙ্গবে
রাত পোহালে বাঁশী দেব যত সোণা লাগবে।

১২১

খকন খকন পায়রাটি কোন বিলেতে চর
খকন ব'লে ডাকলে পরে মায়ের কোলে পড়।

১২২

খাল কুলে কুলে লাগাইলুম কচু
কুর্গালে কৈল্ল´ বাসা
অজাতির সঙ্গে সম্বন্ধি করি
গায়ে ন সহিল কথা।

১২৩

খিদেয় গোপাল কাঁদে
দে গো মা তুই নবনী
কেঁদোনা কেঁদোনা বাপা কোলে এস আপনি
তুমি আমার ধন
কোলে করে নিয়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন।

১২৪

খুকী আমার কৈ ! খাটে শুয়ে ঐ
খুকীর আমার কোন বাড়ী ?
নষ্ট হল চিনি কর্পূর অম্বল হোল দৈ।
খুকীর আমার কোন বাড়ী ?
আগা পাছা ফুল বাড়ী
ডাক ডাক বোধ করি
কুলীন কন্যা দান করি

১২৫

খুকীমণি দুধের ফেণী বও গাছের মৌ
হাড়ি ডুগডুগানি উঠান ঝাড়নি মণ্ডাখেকোর বৌ।

১২৬

খুঁকুরাণীর[১] বিয়ে দেব হপ্তমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে
হীরেয়[২] দাঁত ঘষে।
রুই মাছ পটলের[৩] শাক[৪] ভারে ভারে আসে
তার মা কোণে বসে বসে বাচে
পাড়া প্রতিবাসী চাইতে এলে
বলে আর কি আমাদের আছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে
সরু ধানের চিঁড়ে দেব শাশুড়ী ভোলাতে।

১২৭

খোকন আমাদের ধন ছেলে
কাঁদতে জানে না
ঘুম পাড়ালে ঘুমিয়ে পড়ে
জেগে থাকে না
খাবার দিলে খেয়ে ফেলে
ছড়িয়ে ফেলে না
বই দিলে পড়ে ফেলে
ছিঁড়ে ফেলে না।

১২৮

খোকন আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে
মা বলে বলে ডাক্‌ছিলে
গায়ে ধুলা কত মাখ্‌ছিলে।
ষষ্ঠীতলায় এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ
আর বার দুই যাব
আর গোটা চার আনবো।

১২৯

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি
খোকন গ্যাছে গো কার বাড়ী
খোকন গ্যাছে গো খেলা করতে
কদম গাছের তলে
ডাকলে খোকন সাড়া দেয় না
ইস্কুল যাবার ডরে
আয়রে খোকন ঘরে আয়
তোর দুদ মাখা মুড়ি বেড়ালে খায়
তোর চাঁচি মাখা মুড়ি মাছিতে খায়
আয়রে খোকা ঘরে আয়।

১৩০

খোকা আমাদের কই
জলে ভাসে খই
শুকোলো বাটার পান
অম্বল হল দই।

১৩১

খোকা আমার খোকা আমার
তুল তুলসীর পাতা
বেনা বনের গুচ্ছ আমার
রাখবে বুকে মাথা।
মৃগনাভির কৌটা আমার
খোকা ঘুম যায়
গুগ্‌গুল্ ধূপধূনার আবেশ
খোকার চোখে আয়।
....
হাত পা নেড়ে কান্না কেন কান্না কেন এত ?
চাঁদ উঠেছে ঘুমোরে তুই সোনার চাঁদের মত
একটি দিয়ে চুমো ঘুমোরে তুই ঘুমো।

১৩২

খোকা খোকা ডাক পাড়ি
খোকা গিয়েছে কার বাড়ী
আন্‌গো তোরা লাল ছড়ি
খোকাকে মেরে খুন করি।

১৩৩

খোকা গেছে মাছ ধরতে দেবতা এল জলে
ও দেবতা তোর পায়ে ধরি খোকন আসুক ঘর।
কাজ নাই কো মাছে আগুন লাগুক মাছে
খোকনের পায়ে কাদা লাগে পাছে।

১৩৪

খোকন ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
সারা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন
সাত স্বর্গের সিঁড়ি করতে রাবণ রাজা মরে
খোকনের মুখে স্বর্গ নামে যখন ঘুমের ঘোরে।

১৩৫

খোকা যাবে নায়ে রোদ লাগিবে গায়ে
লক্ষ টাকার মলমলি থান সোণার চাদর গায়ে
তাতে লাল গোলাপের ফুল
যত বাঙ্গালের মেয়ে দেখে ব্যাকুল।
উলোর ভুঁয়ের ময়দারে সয়দাবাদের ঘি
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি।

১৩৬

খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ী
কি দিয়ে ভাত খেয়ে
নাদন ঘাটের পাট ট্যাংরা
নদের বেগুন দিয়ে।

১৩৭

খোকে ঘুমালে দিব দান
পাব ফুলের ডালি
কোন ঘাটে ফুল তুলেছে
ওরে বনমালী

চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে
তুলে ধর ডালী।
খোকে আমাদের ধন .
বাড়ীতে নটের বন
বাহির বাড়ী ঘর করেছি
সোণার সিংহাসন।

১৩৮

খোকো আমাদের লক্ষ্মী
গলায় দেব তক্তি
কাঁকালে দেব হেলে
হিল্লা দিয়ে বেড়াবে যেন
বড মানুষের ছেলে।

১৩৯

খোকো আমার কি দিয়ে ভাত খাবে
নদীর কূলে চিংড়ি মাছ বাড়ীর বেগুণ দিয়ে।

১৪০

খোকো আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে
রাঙ্গা গায়ে ধুলো মাখছিলে
মা বলে ধন ডাকছিলে।

১৪১

খোকো ঘুমো ঘুমো
তালতলাতে বাঘ ডাকবে দারুণ হুমো।

১৪২

খোকোমণি দুধের ফেণি ডাবলোর ঘি
খোকোর বিয়ের সময় করবো আমি কি ?
সাত মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে
সাত মিনুসে কাহার দেব দুলান দুলাতে
সরু ধানের চিঁড়ে দেব নাগর খেলাতে
রসকরা নাড়ু দেব শাশুড়ী ভুলাতে।

১৪৩

খোকো মাণিক ধন
বাড়ী কাছে ফুলের বাগান
তাতে বৃন্দাবন।

১৪৪

খোকো যাবে নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে
পাঁচশ টাকার মলমলি থান
সোণার চাদর গায়ে।
তোমরা কে বলিবে কাল
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করে দিব আলো।

১৪৫

খোকো যাবে মাছ ধরিতে ক্ষীর নদীর বিলে
মাছ নয় গুগুলির পেছে উড়ছে দুটো চিল।

১৪৬

খোকো যাবে মাছ ধরতে গায়ে লাগিয়ে কাদা
কলুবাড়ী গিয়ে তেল নেওগে দাম দেবে তোমার দাদা।

১৪৭

খোকো যাবে মো'ষ চরাতে খেয়ে যাবে কি
আমার শিকের উপর গমের রুটী তবলা ভরা ঘি।

১৪৮

খোকো যাবে রথে চ'ড়ে ব্যাং হবে সারথি
মাটির পুতুল নটর পটর পিঁপড়ে ধরে ছাতি
ছাতির উপর কোম্পানী কোন সাহেবের ধন তুমি।

১৪৯

গোপাল গোপাল গোপাল
কাঙ্গালিনীর দুলাল।
তুমি আমার যোগীর কোশাকুশী
তুমি আমার শ্যামের হাতের বাঁশী।
ধন বর্ষাকালে ছাতি
আঁধার ঘরের বাতি
ছেলের হাতের নাড়ু
পোয়াতীর হাতের খাড়
কাণার হাতের লাটি
শীতকালের সাটি।

১৫০

গোপাল বেড়ায়রে অলিগলি
ছাতা ধরয়ে বনমালী
ছাতার ভেতর কোম্পানী
কোন কাঙ্গালের ধন তুমি।

১৫১

ঘুঘু—ঘু
পেটে—ফু
কি ছেলে হ'লো
বেটা ছেলে।
ছেলে কই
মাছ ধরতে গেছে।
মাছ কই
চিলে নিলে।
চিল কই
ডালে বসেছে।
ডাল কই
পুড়ে ঝুড়ে গেল।
ছাই মাটি কই
ধোপায় নিলে।
কি করলে
কাপড় ধুলে।
সোণা কুড়ে পড়বি
না ছাই কুড়ে পড়বি।

১৫২

ঘু ঘু মেতি সই
পুত কই
হাটে গেছে।
হাট কই
পুড়ে গেছে।

ছাই কই
গোয়ালে আছে।
সোনা কুড়ে পড়বি
না ছাই কুড়ে পড়বি।

১৫৩

ঘু ঘু ঘু সোনার ঘাঁটা
চম্পাবতী তেলের ঘাঁটা।
সোণার পড়বি না রূপার পড়বি
চাঁদ মুখে চুম্ব দিবি।

১৫৪

ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো চাল পিটুলি খেয়ে
আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে
ঘুঘু্কে নিয়ে গেলুম বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলুম মালা
রাম ধনুকের বাণ্ডি বাজে সীতেনাথের খেলা।
সীতেনাথ নাচেরে কাঁকাল বাঁকাইয়ে
আলোচাল ভেজে দেব টোপর ভরিয়ে।
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাট
কতক্ষণে যাবোরে ত্রিবেণীর ঘাট
ত্রিবেণীর ঘাটে রে ঝুর্ ঝুর্ বালি
সোনামুখে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি।
ত্রিবেণীর ঘাটেতে হাতী নেবেছে
হাতীর গলায় জোর ঘণ্টা বাজতে লেগেছে।

১৫৫

ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি দাওখান দে
দাওখান কেন্? পাতখান কাটতে
পাতখান কেন্? বৌ ভাত খাইব
বৌ কই? জলেরে গেছে
জল কই? ডাউগে খাইছে
ডাউগ কই? আরা বনে গেছে
আরাবন কই? পুইরা গেছে
ছালি মাটি কই? ধোপ্পায় নিছে
ধোপ্পা কই? হাটে গেছে
হাটে কেন? সুইচ্ সূতা কিনতে
সুইচ্ সূতা কেন? ঝুলিকাথা শিলাইতে
ঝুলিকাথা কেন? টাকাকড়ি থুইতে
টাকাকড়ি কেন? দাসী নফর কিনতে
দাসী নফর কেন? আমার নস্তুরে হাগাই মুতাইতে
তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে
তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে।
সোণার ডাইলে পরবা
না গুয়ের ডাইলে পরবা?
পর্ পর্ পর্ সোণার ডাইলে পর্
পর পর্ পর্ গুয়ের ডাইলে পর।

১৫৬

ঘুঙ্গ্যা উন্দুর ঘুঙ্গ্যা উন্দুর
নল বনেতে বাসা
আমার গোলায় ধান খায়
হেমা লোচা লোচা।

আড়্ কাড়িল বেড়্ কাড়িল
এক্কে রাইতে কাড়ি নিল
তের রাত্তি সোনা।

১৫৭

ঘুমতা ঘুমায় ঘুনতা ঘুমায় গাছের বাকলা
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যায় মস্ত হাতী ঘোড়া।
ছাইগাদায় ঘুম যায় খেঁকী কুকুর
খাট পালঙ্গে ঘুম যায় ষষ্ঠী ঠাকুর
আমার কোলে ঘুম যায় খোকোমণি।

১৫৮

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আমাদের বাড়ী যেও
খাট নেই পালঙ্গ নেই খোকার চোখে ব'স।
খোকার মা বাড়ী নেই শুয়ে ঘুম যেও
মাচার নীচে দুধ আছে টেনে টুনে খেয়ো।
নিশীর কাপড় খসিয়ে দেব বাঘের নাচন চেয়ো
বাটা ভরে পান দেব দুয়োরে বসে খেয়ো
খিড়কী দুয়োর কেটে দেব ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ যেও।

১৫৯

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আমার বাড়ী যেয়ো
সরু সুতোর কাপড় দেব ভাত রেঁধে খেয়ো।
আমার বাড়ীর যাদুকে আমার বাড়ী সাজে
লোকের বাড়ী গেলে যাদু কোঁদলখানি বাজে।
হোক্ কোঁদল ভাঙ্গুক্ খাড়ু
দুহাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু।

ঝালের নাড়ু বাছা আমার না খেলে না ছুঁলে
পাড়ার ছেলেগুলো কেড়ে এসে খেলে।
গোয়াল থেকে কিনে দেব দুদ্ওলা গাই
বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই।
দুদ্ওলা গাইটা পালে হল হারা
ঘরে আছে আওটা দুধ আর চাঁপাকলা
তাই দিয়ে যাদুকে ভোলা রে ভোলা।

১৬০

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যেও
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও।
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতাপাতা
দু দুয়ারে ঘুম যায় দুটি মোগল পাতা
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুদের কুমারী।

১৬১

ঘুম যা ঘুম যা ঘুমের বাছামণি
ঘুমরতুন্ উঠিলে বাছা তই খাইও লনী।

১৬২

ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি
ঘুমরতুন্ উঠিলে যাদু কত খাইবা লনী।
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের বাছামণি
ঘুম গেলে করাইয়া দিমু সোণার বাজুমণি।
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই
ঘুমরতুন্ উঠিলে বাছা লনী দিমু মুই।

১৬৩

ঘুম যারে দুধর বাছা ঘুম যারে তুই
নাকুয়া কলাত্ পড়্গে বাদুর ধাফাই আইয়ম্ মুই।
ন কান্দিও দুধর বাছা ন ভাঙ্গিয় গলা
গলা ভাঙ্গার দাবাই আছে কাঁচগুলার আগা।
সোণার দিয়ম্ দুলন বানাই রূপার দিয়ম্ কাছি
চাইর কিনারে চাইর দাসী দিয়ম্ দুলনর পসরি।

১৬৪

ঘুমাইল ঘুমাইল পবাণ
ঝড় হৈল গরকী আইল দেশে
টিয়া পাখীরে ধান খাইছে
খাজনা দিব কিসে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বিন্দাবন
মরা গাছে ফুল ফুট্যাছে মা বড় ধন।

১৬৫

ঘোম আ'লরে কোকনমণি গাছেরই পাতায়
ষষ্ঠীতলায় নিদ্ যায় ষষ্ঠীরই নফোরা
রাজার বাড়ী ঘোম যায় দিব্বি হাতী ঘোড়া
ছাই মুড়ি দিয়া নিদ্ যায় ধোপার কুকুর
আমার বাড়ী ঘোম যায় গোপাল ঠাকুর।

১৬৬

ঘোম আ'লরে যাদুমণি গাঁড়ার কাদা খেয়ে
দুইটা শিয়াল মর্যা গেল কোকনের বালাই নিয়ে।

১৬৭

চড়ুইটীরে মরুইটী দুয়ারে বসোসে
রামচন্দ্রের কান বিঁধাব নাড়ু বিলাও সে
বড় বড় নাড়ুগুলি সিকেয় তুলোসে
ছোট ছোট নাড়ুগুলি গালে ভরসে
এস এস জামাইএর পাল ভোজন করসে।
সকল জামাই এলো আমার খোঁড়া জামাই কই
ঐ আসছে খোঁড়া জামাই ডুগডুগি বাজিয়ে।
ভাঁড়ার ঘরে শুতে দিলুম ইঁদুরে নিলে কান
কেঁদনা কেঁদনা জামাই গরু দেব দান
ও গরুটির নাম কি—পূর্ণিমার চাঁদ।

১৬৮

চন্দ্রবালা ভণ্ডভালা মায়ে থুলে নাম
বিরস বদন চন্দ্রবালা মণ্ডা খাবার চান

১৬৯

চাকরে চাকুলা
বেঁশের পাতা পাকুলা,
ধান ভান্‌তে শিকুলা।
চরক তুলে মারতে বাং
পুকুরে পাঁচ খান,
ক্যালা ক্যালা গাছখান।
মাগুর মাগুর মাছখান,
'ফাজু' চায় সবখান।
'ভাবু' হেসে আটখান।

১৭০

চালে ধৈরগ্যে চাল কোমড়া
বেড়াএ ধৈরগ্যে ঝিঙ্গাঁ।
রাঙা বুড়ীর হাঙ্গাঁ হয় যে
বেঙ্গে বাজায় শিঙ্গাঁ।

১৭১

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে রে ?
আমি তো বটি কেষ্ট ঠাকুর
ঘোমটা তুলে দে রে।

১৭২

চাঁদ কোথা পাব বাছা যাদুমণি
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব।
তুইরে চাঁদের শিরোমণি
ঘুমোরে আমার খোকামণি।

১৭৩

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ
হিঞ্চে বনে শচী
ঐ এক চাঁদ এই এক চাঁদ
চাঁদে মেশামিশি।

১৭৪

চাঁদ ছেলে গেছে মাছ ধরতে
ভাংলো নদীর বিল
মাথায় গুগলির ঝুড়ি সঙ্গে দুটো চিল।

আগুন লাগুক মাছে
সোনার চরণে আমার কাদা লাগে পাছে।

১৭৫

চোখবুজানি লোহার কাঠি
পালারে ভাই সকল ক'টি।

১৭৬

চ্যাগা বলে চ্যাগীরে এবার বড় বান্,
উচু করে বাঁধব ভিটে খুটে খাব ধান।
ধান খাব না পাণ খাব না খাব সোণার নাড়ু,
দুই হাত ভরে নেব সুবর্ণের খাড়ু।
এক খাড়ুনা দুই খাড়ুনা খাড়ু পাঁচ ছয়,
রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোড়া চড়ে যায়
ঘোড়া চড়ে যেতে রে ভাই পাঁচ কাপড়া পায়।
জগন্নাথের নফর তাই মাথায় বান্ধে সাড়ী
সে সাড়ী গে উড়ে পড়ে চাঁদখাঁয়ের বাড়ী।
চাঁদখাঁ—চাঁদখাঁ কি কর বসিয়ে,
তোমার পুত্র সভার মাঝে মার খায় আসিয়ে।
আর মেরনা আর মেরনা ফুলবেতের বাড়ি,
কাল সকালে দিব তোমার খাজনার কড়ি। ইত্যাদি

১৭৭

ছিদৌড় কোটরা ধর
বাইন্যা মাগি টাইন্যা ধর।

১৭৮

ছিয়া ছিয়া ছিয়া
(তাদের) তগ বাড়ী বিয়া
পান নাই সুপারি নাই
তুলসী পাতা দিয়া।

১৭৯

জয় কালীর হাটর্ কলা লালা হাটর্ তেল্
টুন্যার লাই একগুআ সুন্দর বউ
আন্‌তে সারা রাত্‌খান গেল।

১৮০

জিঁ জিঁ ঝিয়লা
বুড়ীর বাড়ীত পেয়লা।
পেয়লা খাইতাম্ গেলাম্ রে
কেঁটা ফুটি মৈলাম রে
দুয়া বউএ ফুতা কাটে।

১৮১

ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি
পুরাণ কালর দোস্ত আইস্যে দুয়ার খুলি দি।
ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি
বাড়ীর পিছে মানকচুপাত কাট্যা মাথাত্ দি।
ঝড় করে লোচা লোচা চালত্ নাইরে ছন।
এমন বিপত্তিকালে নাইয়র যাইবার মন।

১৮২

ঝিঁয়া ফুল ফুট্যে বেল্ নাই
জামাই আস্যে তেল নাই
জামাইয়ে দিয়ে ভাতর্ হাড়া
শ্যাশুড়ী দিয়ে ঢেঁকীত্ বাড়া।

১৮৩

ঝুনু যাবে শ্বশুর বাড়ী
সঙ্গে যাবে কে
বাড়ীতে আছে কেলে কুকুর
সেই তো সেজেছে।

১৮৪

ঝোঁটা বান্ধে কোঁটা দি
জাত মরিচর্ আগা দি
যদি ঝোঁটা লড়িবি
পাখীর হাতত্ পড়িবি
পাইখ বেটা জোলাইয়া
ঝোঁটা নিল উড়াইয়া।

১৮৫

টাওনি ভাইঅর টুউনি
হারগ্উআ গাছের বুউনি
সাত কাউআ আইএ যায়
পাড়ার মাঝে খুং খায়
কহ রে কাউয়া ভাঙ্গি চুরি
কার্তে আছে কার্তে নাই।

১৮৬

টুক্যা নাচের আইলর কাছে
আইল্ ভাঙ্গিল্ ছুছুম্ মাছে
ছুছুম্ মাছ তুলাইলুম্
গাছের তেতুল পাড়াইলুম্
ধেয়ন গাইটি দোহাইলুম্
চিকন চৈলগুণ্ কাড়াইলুম্
টুক্যা ভোজন করাইলুম্ ।

১৮৭

টুরু নাচে আইলাম্ কাছে
নাক খাইছে ছুছুম্ মাছে ।

১৮৮

টেন্ টেয়ালি কচুর লতি
বড়্দিদি মোরে কোলত্ লতি
বড়্ পোইরর বড়্ ভাডাইয়া
জামাই আইএর টুন টুনাইয়া
ও জামাই ফিরি চা
খুৎ মিলানি মিলাই যা ।

১৮৯

ঠেন ঠেমকি কেঁয়াইল বেঁকী[১]
মাউর পিছে যা
গোর সুন্দর জিজ্ঞাস করে
শীতল শীতল গা ।

আনা চাইতুম মালা মালা
ঝাপ দি পড়ে শুয়া
ফুল ফুল মাদারি ফুল
মামা চাতন গুয়া
মামা নয় মামা নয় মার সোদর ভাই।
হলৈদর গাঁড়া গাঁড়া শিশুরির পাড়া
কোন্ সতীনে দেখাই দিয়ে মুই সতীনের ঘাঁড়া।

১৯০

ডগা রে ডগা
কিরে ডগা?
গাছে কেন?
বাঘের ডরে।
বাঘ কই?
মাটির তলে।
মাটি কই?
ঐ তো।
তরা কয় ভাই?
সাত ভাই
আমারে একটা দিবি?
ছুইতে পারলে নিবি।

১৯১

ডুগু ডুগু লপ্পে
খারা লইয়া কাপ্‌পে
খারার কপালে ফোঁটা
মইষ মারি গোটা গোটা।

১৯২

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে
সুন্দরীর বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে।
ডাকাত আলো মা
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে
দেখ্‌তে দিলে না।
আগে যদি জানতাম
ডুলি ধরে কান্‌তাম।

১৯৩

ঢুলো ঢুলো ডোমনার পোলা
সাত ভাইএর ভৈর্ন চন্দ্রকলা।
বাপ মড়িল তারা পাড়িতে
মা মরিল জোন পাড়িতে
সাত ভাই সদায় গেছে
সাত ভাইজে বেচি খাইছে।

১৯৪

ঢুলো ঢুলো ঢুলো মালা
রাম জীবনের হালা
চুরা তুকে বালা।
চুরাত কেয়া ধান?
চুলত ধরি আন্‌।
চুল কেয়া কালা?
নাক কাটি পেলা।
নাকত্‌ কেয়া লৌ?
বামামণির বৌ।

১৯৫

তাই তাই তাই
নানার বাড়ী যাই
হাম্বার দুধু খাই
হাম্বার দুধু না দিলে
হাতুয়া ভাঙি ধাই।

১৯৬

তাই তাই তাই
মামার বাড়ীত্ যাই
মামারত্ আছে টুন্যা ভাই
সঙ্গে খেলা খাই
ও দুধে ভাতে খাই
চল মামার বাড়ীত্ যাই।

১৯৭

তা থৈয়া থৈয়া নাচে বলে নন্দরাণী
হাতত্ তালি দিয়া নাচের আভার যাদু বাছামণি।

১৯৮

তালগাছ কাটম বোসের বাটম্ গৌরী এল ঝি
তোর কপালে বুড়োবর আমি করব কি।
টঙ্কা ভেঙ্গে শঙ্খা দিলাম কানে মদন কড়ি
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপ দাড়ি।
চোখ খাওগো বাপ মা চোখ খাওগো খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাকখেগো বুড়ো।

বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে বুড়ো মরে কেশে
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েচে
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেচে।

১৯৯

তালতলা তালতলা ফেউ ডাকেছে
ছুটা কাতলা মাছ ভাসি বেরাছে।
একটা নিলে বাবুন ঠাকুর একটা নিলে টিয়া
টিয়ার বেটিক বেহা দিলে লাল সাড়ী দিয়া।
লাল সাড়ীং না চিরি গেল
টিয়ার বেটি মরি গেল।

২০০

তালতুউনীর বিয়া
উন্দুরে কাটে গুয়া।
বাত্যা তুলায় পান
চোর গোটা আইয়ের জান।
গাতর কুচ্যাএ ছাতি ধর্গ্যে
কেঁয়রী মাদল বায়
তেল্যা চোরা বেরা হইয়া
পাল্কী লইয়া যায়।

২০১

দশ কুড়ি নাড়ি ভুঁড়ি চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি
আমতলায় ঝাপুর ঝুপুর কলাতলায় বিয়ে
ঐ আসছে খেঁদির বর গামছা মাথায় দিয়ে
ও গামছা নেব না খেঁদির বিয়ে দেব না
খেঁদিকে দেব সাজিয়ে টাকা নেব বাজিয়ে।

২০২

দাদা হাঁক পড়েছে দাদা নাই ঘরে
আজ দাদার অধিবাস কাল দাদার বিয়ে
দাদাকে নিয়ে যাব দিগ্‌নগর দিয়ে
দিগ্‌নগরের মাঠেরে ভাই হাতী নেবেছে
হাতীর গলায় গজঘণ্টা বেজে উঠেছে
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌না বুড়ো মালা পেতেছে।

২০৩

দুধ মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী
সংসার দুর্লভ মিঠে মা বড় জননী।
কাঁচা সোণার বরণ গর্ভর তাই ত এলো না
সাধ করে দিলাম নিমাই হাতে তার বালা
নদীয়া বালকের সঙ্গে কে করিবে খেলা।

২০৪

দুধা রে দুধা কি রে ভাই দুধা।
দুধ কেয়া ন দেয়র্‌?
বাঘর ডরে।
বাঘে কি করে?
মারে ধরে।
বাঘের নাম কি নাম?
চোঙরা
গাছে গাছে ভোঙরা
হাত গাছ বইট্যা
গাছ্‌ বাহি উট্‌ঠে।

২০৫

দুলতে দুলতে এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ
এই চাঁদটি কাদের
কপাল ভালো যাদের।

২০৬

দেবতার মা বুড়ী কাট নাই পেলি
ছ খানা কাপড় পেলি ছ বৌকে দিলি।
আপ্‌নি মরে জাড়ে
কলার গাছে আড়ে।
কলা পড়ে ধুপ্‌ধাপ্‌ বুড়ী খায় কুপ্‌কাপ্‌।
একসের আটা দুসের পাটা।

২০৭

দৈয়ারে দৈয়া কি কর বৈয়া
টেউ এ শিং লড়ে
আমি ত মরি বাদ বিবাদে
পক্ষিণী কি হালে তরে।
ফল খাইলাম্ ফুল খাইলাম্
ভাচ্ছিয়া ভরাইলাম কায়া
সুজনর সঙ্গে পিরীত করি
মরণে ন ছাড়ে দয়া।

২০৮

দোল দুলতে এলো বান
হেজে গেল জলার ধান

যাক ধান থাকুক নাড়া
নাড়া কেটে দিব রাঙ্গা ধাড়া
রাঙ্গা ধাড়া পাটের থোপ
ফেটে মরবে পাড়ার লোক।

২০৯

দোল দোল দোল দোলন হরি
কে দেখেছে হরি
ঝোলনাতে ঝুল্‌চে আমার ঐ গিরিধারী।

২১০

দোল দোল দোলনি
কাল যাব বেলনি
কিনে আনব দোলনি
বেলুনীর পাকা আমড়া
খেয়ে অম্বলে বুক চাবড়া।

২১১

দোল দোল দোলানি
কানে দেব চৌদানি
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ্‌
ফেটে মরবে পাড়ার লোক।
মেয়ে নয়ক সাত বেটা
গড়িয়ে দেব কোমর পাটা
দেখ্‌ শত্তুর চেয়ে
আমার কত সাধের মেয়ে।

২১২

দোলাত্ উঠম্ দোলাত্ উঠম্
দোলা কেয়া লড়ে[১]
চান্দ্ কপাল্যা মা বাপ্ রে
কান্দি কেয়া মরে।
ন কান্দিও ন কাটিও
সঙ্গে যাইবো ভাই
পরেয়ার্ পুত বান্ধি নিবো
কোন দাবী নাই।
খাট দিয়ম্ পালঙ দিয়ম্
দিয়ম্ ধেয়ন গাই
সেই গাভী চরাইতাম্ দিয়ম্
কন্যার ছোট ভাই।

২১৩

ধন আমার কোন খানে
চন্দন বন যেখানে
সেখানে ধন কি করে
ডাল ভাঙ্গে আর ফুল পাড়ে।

২১৪

ধনকে কে মার্যেছে কে ধরেছে দুধের গতরে
দুধ লাড়ু কলা পাকা গালের ভিতরে।
ধনকে কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
আমার গগন চাঁদের বালাই নিয়ে মরে যাবেক্ কাল।

২১৫

ধনকে নিয়ে বনে যাব থাকব বনের মাঝে
আয় দেখিনি নীলমণি তোর কেমন ঘুঙুর বাজে
তোর নাচনে কেমন সাজে
ঝুনুক ঝুনুক বাজে।

২১৬

ধন গেছে গো বেড়াতে
পায়ের নূপুর হারাতে
যাক্‌গে নূপুর হারিয়ে
আবার দেব গড়িয়ে।
আয় রে গোপাল ঘরে আয়
আওটানো দুধ জুড়িয়ে যায়।

২১৭

ধন ধন ধন ছেলে
পথে বসে কি কাঁদছিলে
মা বলে কি ডাকছিলে।

২১৮

ধন ধন ধন ধন
ই ধনকে দেখতে লারে পুড়ুক তার মন।
ধন ধকড়া টাকার তোড়া ধনের মুরালী
ই ধনকে দেখ্‌তে লারে কোন বিরালী।

২১৯

ধন ধন ধন ধন
দুখ পাসুরা খিদ্যা হারা চিত্‌নেবারণ।

ধনকে লিয়ে বনকে যাব রইব বনের মাঝে
নাচ[১] দেখি রে নীলমণি তুর কেমন ঘুঙুর বাজে।

২২০
ধন ধন ধন পায়রা
ধন পায় গো কারা
ঘোষপাড়ায় কামনা করে ধন পেয়েছি আমরা
এ ধন যাদের নাই ঘরে
তারা কি নিয়ে গো ঘর করে।

২২১
ধন ধন ধন
বাড়ীতে নটের বন
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।[১]
তারা কিসের গরব করে
উনুনে পুড়ে কেন না মরে।

২২২
ধন ধন ধনিয়ে
কাপড় দেব বুনিয়ে
তাতে দেব হীরের টোপ
ফেটে মরবে পাড়ার লোক।

২২৩
ধন ধোনা ধন ধোনা
চোত বোশেখের বেনা
ধন বর্ষাকালের ছাতা
জাড়কালের কাঁথা।

ধন চুল বাঁধবার দড়ি
হুড়কো দেবার নড়ি
পেতে শুতে বিছানা নেই
ধন ধুলোয় গড়াগড়ি।
ধন পরাণের পেটে
কোন্ পরাণে বল্‌বরে ধন
যাও কাদাতে হেঁটে।
ধন ধোনা ধন ধন
এমন ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।

২২৪

ধনী ধনী ধনী ধনীই বলা
সাত ভাইএর বৈন্ চন্দ্রকলা
গাছের আগার উপর ঢুলের যে
কুরগাইল্যার বলা।

২২৫

ধর ধর ধর পোলা ল
ফুলমালারে কোলে ল।
দৌড়াই দেম্ সতীনের বিলাইরে
কালা বিলাই ধলা বিলাই
কন্ সতীনে পালে
রাত্ হৈলে সতীনের বিলাই
দুয়ার ধরি ঠেলে।
বিলাই মরিবার আগে
মুই গেলাম্ দুয়ারর কাছে
থাপ্ দি থাকি ঝাপ দি ধৈর্‌লাম
ও সতীনের বিলাই রে।

২২৬

ধহ ধহ লালার মা
কি ভাত রান্ধে চইলও না
হাল্যা মজুরে খাইলো না
বাঁদীএ দাসীএ পাইলো না।
একুলেও লাই ঐকুলেও লাই
গুরা বাছা চুলের যে মনত্ও নাই।

২২৭

ধান খাঁঠ খাঁঠ সুন্দরীরে পিঠত পড়ে লেস
আমিত কুণ্ডার হাটত্ যাইর্
কি কি হারা দেস।
পানির আনিবা চট্কমটক্ হাতীর আনিবা দাঁত
রূপার আনিবা পঞ্চকলিকা
সোণার আনিবা পাত।

২২৮

ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর
ধূলা মেখেছে গায়
ধূলা ঝেড়ে কোলে কর
সোনার যাদুরায়।

২২৯

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর গা করেছ খড়ি
কলুগাড়ী যাও তেল আনগে আমি দিব তার কড়ি।

২৩০

ধেই ধেই খোকন নাচে
কচি কচি হাত দুখানি
তুলে আমার খোকন নাচে
নাচ দেখে তোর নাচে পুষি
বানর নাচে গাছে
ময়ুর নাচে কুকুর নাচে
বনে শেয়াল নাচে।
দাঁড়ে নাচে কাকাতুয়া আর নাচে টিয়া
পুকুর পাড়ে নাচে ব্যাঙ
মাথায় হাত দিয়া।
ধেই ধেই ধেই খোকন নাচে
ধেই ধেই ধেই খোকন নাচে।

২৩১

ধেই ধেই চাঁদের নাচন
বেলা গেল চাঁদ নাচবি কখন
নেচে নেচে কোলে আয়
সোণার নূপুর[১] দিব পায়
নেচে আয়রে নীলমণি
তোর নাচন দেখব আমি।

২৩২

ধেছুয়া ধেছুরুত্ লাতুরির বিয়া
হুঁইচ দি হিঁয়া বড়্কি দি টান
ঢাইরে ন দিল এক খিলি পান।

২৩৩

নাকের নোলক নাক পাতিলে জঞ্জাল
গোয়ালা ননীচোরা ঠাকুর রাখাল।
একদণ্ডে চলে গেল রাধিকার বাড়ী
মধ্যখানে বৈসে আছে রাধিকা সুন্দরী।
রাধা বলে কে কে কেষ্ট বলে আমি
কে খেয়েছে তোর ননী কাকে বলিস চোর।
মারতে সখী মারতে সখা সর্বসখীর বেটা
একলা পেয়ে মারতে চাও বড় বুকের পাটা।
এক বল্লই দু বল্লই লাগ্‌ল হুঁড়াহুঁড়ি
কেষ্ট ঠাকুর কেড়ে নিল যত গোপের নারী।

২৩৪

নাচ তো নাচ মণি
নাচ একবার
নাচিলে করাইয়া দিয়ম্
গজমস্ত হার
হাজিলে তোয়াইয়া দিয়ম্
বাঁশী ত তোমার।

২৩৫

নাচন চড়াইয়া
বৈল বীচি বড়ইয়া
সুন্দর কামিনী নাচে লটকন্ পেলাইয়া।

২৩৬

নাচনি গেইএ কাচনিপাড়
দেআএ আগ্গে ঝড়

কেয়া রে নাচনী ভিজর কেয়া
চিকন ডালা ধর
চিকন ডালা ভাসি যায়
সোণার ডালা ধর।

২৩৭

নিদ পাড়ে নিদ পাড়ে গাছের পাতাড়ি
ষষ্ঠীতলায় নিদ পাড়ে বুড়ো মাথারী।
খেড়ো ঘরে নিদ পাড়ে কালা কুকুর
আমাদের বাড়ী নিদ পাড়ে খোকা ঠাকুর।

২৩৮

নিদাগুনী দাগুমণি গাছেরই পাথোরা
ষষ্ঠীতলায় নিদ্ যায় ষষ্ঠীরই নফোরা
আঁসট্যাসালে নিদ্ যায় বিড়াল কুকুর
রান্নাঘরে নিদ্ যায় বামুন্যা ঠাকুব
মায়ের কোলে ঘোম যায় পবোন ঠাকুর
বড়্ ঘরে নিদ্ যায় রাজার বিটী রাণী
খাট পালঙ্গে নিদ্ যায় সোনার যাদুমণি।

২৩৯

নিদ্রালি মাউরে আমার বাড়ীত্ আইস
খাট নাই পালঙ নাই
পিড়ি দিতাম্ জাগা নাই
আমার মণির চখের উপর বৈস।

২৪০

নিদ্রালী মা বাপরে আণ্ডারো বাড়ীত আইও
উঠানেও শঙ্খ নদী পা পাহালিয়া যাইও
হাত্তিনাতে কানির বোচ্‌কা পা মুছিয়া যাইও
বাড়ীর পিছে মানকচু পাতা মাথাত তৈক্যা দিও
সোণার ঢুলন পাড়ি দিয়ম্‌ পড়িয়া ঘুম যাইও।

২৪১

নিদ্রালী মা মুই আমার মাথা খাইও
আসন দিতাম শক্তি নাই পাগলার চোখে বইও।
উত্তরথুন্‌ আইয়ের অলি চান্দ্যা ঘোড়াত্‌ চড়ি
দক্ষিণথুন্‌ আইয়ের অলি লাল্যা ঘোড়াত্‌ চড়ি।
পূবথুন্‌ আইয়ের অলি কাল্যা ঘোড়াত্‌ চড়ি
পশ্চিমথুন্‌ আইয়ের অলি সাদা ঘোড়াত্‌ চড়ি।
জাদুর মা ফুতা কাটে ডিঁয়লে ডিঁয়লে নাল
জাদু গেইএ ঘোড়া দৌড়াইত ডিঘির উতল পার।
এক ঘোড়া কালা এক ঘোড়া ধলা
এক ঘোড়া কপালে চান
জাদুর মারে জিজ্ঞ্যাস্‌ কর কন ঘোড়া করিব দান।

২৪২

নিন্দ যা নিন্দ যা ডোমের পালা
সাত ভায়ের বহিন তুমি হরিশের চালা।
চাঁদ পাড়িয়ার কেনে মা বাপ হারালেম
ঝাঁরি পেটারীর কেনে জাতি মজালেম।

২৪৩

নিন্দ যা নিন্দ যা সোনামুখীর ছা
তোর মা হাটে গেল কালায় ভিজা খা।
কালায় ভিজা খাব না চিড়া ভাজা খাব
চিড়াতে ধ্যান বুড়ী ঢেকি ধরি টান্।
নাক কাটিতে ভালরে বড় মানুষের ঝি।

২৪৪

নিন্দো যা নিন্দো যা ভাত খুয়া ছুয়া
তোর মা হাটে গেলে আনিবে মালপুয়া।

২৪৫

নুকুকু ঝাং
খুকী আমার নুকুকু ঝাং।
খুকীর আমার সোণার সিংহাসন রূপার বাটা
খুকী আমার পোল রে টোলা পড়শে ধর রে।

২৪৬

নুনু কেনে কান্দেরে শ্বশুর ঘর যেতে
রাঙ্গা রাঙ্গা টুকী দিব শাশুড়ী ভুলাতে।
আম কাঁঠালের বাগান দিব ছায়ায় যেতে
উড়কি ধানের মুড়্কি দিব পথে জল খেতে।

২৪৭

নুনু গেইছে খেলা কৰ্ত্তে খেল কদমের তলা
ডাকলে নুনু রা দেয় না ভাত খাবার বেলা।

২৪৮

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে,
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দুপাটে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেচে
রুণুঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলাফেলা কাল দাদার বে
দাদ যাবে কোন্ খান দে বকুলতলা দে।
বকুল ফুল কুড়্তে কুড়্তে পেয়ে গেলুম মালা
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতানাথের খেলা।
সীতানাথ বলে ভাই চাল কড়াই খাব
চাল কড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে
সোনামুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

২৪৯

পটল গেছেরে খেলাতে তেলি মেলিদের পাড়া
তেলি মেলিরে গাল দিয়েছে এল মাখন চোরা।
ননী খেয়েচে ভাঁড় ভেঙ্গেচে তার দেব গো দাম
নেচে আয় রে মাখন চোরা তুই কি গলার হার।

২৫০

পড়ঙ্গা চরঙ্গা শোলঙ্গ পাতা
মধুর বউঅরে কৈয়ম্ যে কথা

মধুরো বউঅর চিকনা ধুতি
বলদে নিল শিঙ্গত্ করি।
আন্ধা গরু বান্ধা দিলুম্ তুঁই গেল্ খিল
যমুনারে বিহা দিলুম গঙ্গার কুল।
উঠ,উঠ যমুনা একটি বাইঅন্ কুট না
জামাইর পাতত্ ঝোল নাই
চর্চরাইয়া মুত না।

২৫১

পহরে পহরে পেঁচা ডোঁয়রে
দৈয়লার পোঁদে খায়া ঝি মারে
লাত্উয়া নাচে উয়া কাল্ দি
ঘরত্ আইয়ে দৌঁড়ি দৌঁড়ি।

২৫২

পাণ চিবাচ্ছেন জল খাচ্ছেন বড় মানুষের ঝি
হাতেতে গেউসা আর গলায় ঝিঝেড়ী
আজ থাক বাছা তুমি চিড়া চন্দন খেয়ে
কাল যেয়ো বাছা তুমি দুধ পাঞ্চ খেয়ে।
মা তো সিন্দূরী সিন্দুর পরাচ্ছেন
বাপ ত গুরুজন নৌকা সাজাচ্ছেন
ভায় ত চণ্ডাল ছেলা তাকাচ্ছেন।
চেলা করে ঝিকিমিকি চেলা করে কটে
কতক্ষণে যাব আমি সমুদ্রের ঘাটে।

২৫৩

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠ'সে
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোট'সে।

ও বেগুন কুটো না বীচ রেখেছে
ও ঘরেতে যেয়ো না বঁধু এয়েছে
বঁধুর পান খেয়ো না ঝগড়া করেছে
দাদাকে দেখে কদমপানা ফুটে উঠেছে।

২৫৪

পানকৌড়ী পানকৌড়ী উঠ উঠ
জামাল এলো পিঠা কুঠ।
আমুক জামায় বসুক মাটি
তবে দিব পরের বেটী
পরের বেটী নড়ে চড়ে
সাত সতীনে ডুবে মরে।

২৫৫

পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছে খাজুর
খাজুর খাইয়া ছোচা পেলা বিদেশ্যা বাদুর।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছে বুট
বিয়া করি এড়ি গেইএ মাথার মুকুট।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইয়াছে ধন্যা
বিয়া করি এড়ি গেইএ জগতের কন্যা।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইয়াছে কলা
পত্র কাটি ভাত দিয়ম্ ডাক্যা ভাঙ্গিম্ গলা।

২৫৬

পুটু আমার কেঁদেচে
কত মুক্তা পড়েচে।
যখন পুটু আমার হয় নাই
ভিখারীতে ভিখ নেয় নাই।

ভাগ্যে পুটু হয়েচে
ভিখারীতে ভিখ নিয়েচে।

২৫৭

পুটু আমার ধনমণিরে সোণা
আমি গড়িয়ে দেব দানা।

২৫৮

পুটু আমার মেঘের বরণ
পুটু আমার চাঁদের কিরণ।
চাঁদ ব'লে ধায় চকোরিণী
মেঘ ব'লে ধায় চাতকিণী।
পাড়ার লোক পুটুর রূপ কে দেখবি দেখ্‌সে আয়
নব ঘন মিশেছে তায়।

২৫৯

পুটু আমার লক্ষ্মী সোণা
আদা দিয়ে চাল ভিজনো গেড়দা গুড়ের পানা।

২৬০

পুটু নাচে কোন খানে
শতদলের মাঝে খানে।
সেখানে পুটু কি করে ?
চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে।

২৬১

পুটু যদি রে কাঁদে
আমি ঝাঁপ দেব রে বাঁদে।

পুটু যদি রে হাসে
উঠব হেসে হেসে।
পুটু নাকি রে কেঁদেচে
(আমার) ভিজে কাঠে রেঁধেছে।
এবার যাব হাট
কিনে আনব রাঙ্গা খাট।

২৬২

পুষালু গো রাই
আমরা ছোপ্‌ড়ি পিঠ্যা খাই।
ছোপ্‌ড়ি লোপ্‌ড়ি, গাঙ্গ সিনাতে যাই
গাঙ্গের জলে রাঁধি বাড়ি, ঝারির জল খাই
চার্ মাস বর্ষা আমরা পোখোর না যাই।
হাতে পো
কাঁখে পো
পৃথিবীতে জুড়ালো লো
না পড়লো লো।
এস পো যেয়ো না
জন্মে জন্মে ছেড়ো না।
কাল খাঁয়েছে পিঠ্যাভাত আজ খাবে গাঙ্গের জল
এ বছর যাও পুষালো কাঠের মালা পরে
আর বছর আন্‌ব গা ডুব তুলুসী দিয়ে।

২৬৩

পুঁটু পুঁটু ডাক ছাড়ি
পুঁটু গেছে কার বাড়ি
নিয়ে আয়গো ফুলের ছড়ি।

পুঁটু কেন কেঁদেছে
ভিজে কাঠে রেঁধেছে
কাল যাবো মা গঞ্জের হাট
কিনে আন্‌বো শুকনো কাঠ
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত।

২৬৪

পুঁটুমণি গো মেয়ে
বর দেবো চেয়ে।
কোন গাঁয়েব বর
নিমাই সরকারের ব্যাটা
পাল্কী বেব কর।
বের করেছি বের করেছি
ফুলের ঝারা দিয়ে
পুঁটুমণিকে নিয়ে যাব
বকুলতলা দিয়ে।

২৬৫

পোইরর চারিপাড়ে লাগাইয়াছম্ তারা
আজ লাগতি এড়ি যামর্ মা বাপর পাড়া।
কলাগাছে গুয়াগাছে মেলি দিছে খোল
আজ লাগতি এড়ি যামর মা বাপর কোল।
কলাগাছে গুয়াগাছে মেলি দিএ জংগ্‌উআ
আজ লাগতি এড়ি যামর মা বাপর বুকুউয়া।

২৬৬

পোইরর্ পারত্ বার্গ্যা ভুয়া
ধুয়াঁই ধয়াঁই জ্বলে
বাপর বাড়ীথুন কন্যা যাইতে
ফোঁকাই ফোঁকাই কান্দে।
কান্দরে মা বাপ্ ন ভাঙ্গ হিয়া
তোঙার ঘরত্ জন্মিয়াছি পরবাসী হৈয়া।
মারে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত ধাঁই
পালিয়া পুষিয়া লইত তাহারার জামাই।
বাপরে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত গাই
ক্ষীর লবণী খাই যৌবন হৈত তাহারার জামাই।

২৬৭

ফকিরর মা ফুতা কাটে
ফুতা বড় সরু
বিল্‌র মাঝে মৈর্গ্যে হকুণ
উপর দি উড়ের্ গরু।

২৬৮

বউ কাঁদোনা বউ কাঁদোনা শ্বশুরবাড়ী যাতে
হাতগামছা পাওগামছা দাসী দেব সাথে
বড় বড় কড়ি দেবো খ্যাওয়া পার হতে
ছোট ছোট কড়ি দেবো মোণ্ডা কিন্তা খা'তে
আমকাঁঠালের বাগিচা দেব ছ্যামায় ছ্যামায় যাতে
দুধের পুষ্কর্ণী দেবো ঝাঁপুর খেলাতে।

২৬৯

বগারে বগীরে এবার বড় বান
ডাঙ্গা দেখে ঘর বাঁধবো খুঁটে খাব ধান।
বগার মাথায় লাল পাগড়ি বগীর মাথায় চুল
সত্যিকরে বল্‌রে বগা যাবি কত দূর
আমি যাব বিলে বিলে।
দুইটি কাতলের মাছ ভেসে উঠেছে
দাদার হাতের ফেললড়ীখান ফেলে মেরেছে।

২৭০

বড়্ পোঅরির চাক্কা ইচা
ডাউর ভরণ তেল
সোণাবাবু বিহা করি
চাকরীতে গেল।
আইস আইস সোণাবাবু
রৌদে পুড়ের গা
কাপড় চোপড় ছাড়ি দেও
চাকরে বিচৌক্ গা।

২৭১

বড় পোইরর্ কেঁয়ামল্য
কোদালে ভাঙ্গম কেঁড
বড় বেটিবার গাঅর জ্বর
ভাকুয়া বেঙে দোলাত্ চড়্।

২৭২

বড় বউ গো ছোট বউ গো জলকে যাবি গো
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি গো।

কেষ্ট বেড়ান কুলে কুলে তাঁত নিবি গো
তারি জন্য মার খেয়েছি পিঠ দেখ গো।
বড় বউ গো ছোট বউ গো আরেক কথা শুন্‌সে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়ো বাঁধা মিন্‌সে
ঘটি নেয়না বাটি নেয়না নেয়না সোণার ঝারি
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি।

২৭৩

বড় বউগো রান্না চড়া
ছোট বউগো জলকে যা
জলের ভিতর লেখা জোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা
ফুলে বড় কুঁড়ি
নটের শাকে বড়ি।

২৭৪

বড়্ বউ বড়ুয়ার ঝি
তান কথা কৈয়ম কি।
মধ্যম বউঅর হাতত্ হরা
সকল গুষ্টি ভাতে মরা
ছোট বউঅর হাতত্ পান
সকল গুষ্টির পরানখান।

২৭৫

বড়্ মামার বাড়ীর পিছে বড়্ করাল্লির ঝুঁয়া
ছোট মামার বাড়ীর পিছে জাত্ মরিচর আগা।
নন্দভইজে কান্দন করে সহর কেন গেলা
শ্রীচরণে বাঁশী বাজাতন্ রসের কমলা।

ঢুলো ঢুলো চন্দ্রকলা
কৈল্‌কাতারতুন্‌ গর্বা আইস্যে কল্কী হাতত লই
ধেছুয়া বোলে তুরুৎ তারুৎ ডেয়াএ বোলে হাম্বা
মুসলমানের সত্য কথা সাড়ে তিন হাত লম্বা।

২৭৬

বড়্‌ মামী বড়্‌ মামী
বড়্‌ ডালম্‌ তলে
ছোট মামী তেতই তলে '
তেতই পাতা তুলসী
আমার মামী উর্বশী
উর্বশী ঝিএর লাম্বা চুল
বান্থে বান্থে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলর উপরে
তুআ বিরিক্ষি জ্বলে
বিরিক্ষি চাইতুম গেলুম্‌রে
সাপে চক্কর ধরে।
সাপ পেলাইলাম পাকাইয়া
লাঠি আন্‌লাম ঢাকাইয়া।
খাটর তলে বাঘর ছা
হাড়ুম হুড়ুম করে রা
যে ন মাতে তারে খা।

২৭৭

বন্ধের বাড়ী বন কাছারি
নয়লি পিন্ধে সাড়ী
আসতে যাইতে মাতাই যাইও
তেতৈতেতল্যা বাড়ী

আমপাতা কাঁঠালপাতা তারা সোদর ভাই
লেরর পুতর কথা শুনি মাথাত্ উঠিল বাই।

২৭৮

বাঘের মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল
বাঘ বেড়াচ্ছে নদীর কূল।
বাঘ নয় বাঘ নয় দোপায়া কুকুর
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতের তীর কাম্‌টা ফেক্কে মেরেছে।

২৭৯

বাছা গিয়ে উতরপাড়া
ভাত হইয়ে যে কর্‌করা
বেজন হইয়ে বাসি
বাছারে ডাকিয়া আন দিনান্তের উপাসী।

২৮০

বাছা গীত গাইয়ে নাট গাইয়ে
আর গাইয়ে পুঁথি
সিন্দুকর কোণতুন নিকলাই দিয়ে
সাত হাত্যা ধুতি।
নাচিতে কাচিতে বাছার বাইয়া পড়ে ঘাম
বিদেশরতুন্ আস্তে বাছার না পুড়ে পরাণ।

২৮১

বাছা নাচের আইলর কাছে
আইল রে খাইয়ে ছুছুম মাছে
ছুছুম মাছটি মারতুম্
বাছা ভোজন করাইতুম্।

চন্দন গাছের ছাকু দি
বাছা নাচের পাক দি।
চন্দন গাছ ভাঙ্গ্যম্ বাঁশে
বাছা আমার নাচিতে চায় সভার মাঝে।

২৮২

বাছার বাছা পো
নিমতলাতে শো।
নিম পড়্লো বুকে
হাজরা এলো নিতে
বাপ দেয় না যেতে।
বাপের হাঁসা ঘোড়া
মায়ের ছাপন দোলা
বোনের স্থাপন পেটারি
ভেয়ের সোণা ধড়া
বাপ যাবেন গৌড়
আনবে সোণার ময়ুর
দেবে সোণার বিয়ে
আল্পনাতে চাল নাই
নাচবো ধেয়ে ধেয়ে।

২৮৩

বাপধন শ্বশুরের নাতি
এতদিন ছিলে কতি ?
হরিদ্রার বনে
মায়ের বিকলি শুনে
এলেম বনে বনে।

২৮৪

বাপ ভনরি
কি খাইতে সাধ করেছ
চালদা মুসুরী।
বাপ নন্দলাল
কি খাইতে সাধ করেছ
গাছপাকা তাল।

২৮৫

বাবারে কাকা কেনে নিলে টাকা
সাগর দীঘির জল বহিতে কাঁকাল হল বাঁকা
মাগো মা বাবুর দেশে বিভা দিলা ছাতু খাব না।

২৮৬

বাঁঠার দুয়ারত্ আই জামাই
আগাকুলা পাইল
বাহার ডেহরিত্ আই জামাই
ফুলর ছাতি লৈল।
উঠানেতে আই জামাই
পঞ্চ জোয়ার পাইল
গোঞাইর ঘরত গিয়া জামাই
গোঞাইর নজর দিল।
ঝলীর ভিতর আই জামাই
বেদীর লাগত পাইল
লত্যাইত্ উঠি জামাই
লাখ টাকা পাইল।

হাতিনাত, যাইয়া জামাই
হাতীর লাথি খাইল
পাকঘরত্ যাইয়া জামাই
পঞ্চ বেজন পাইল
উপুর তলে যাইয়া জামাই
বিলাইর লাথি খাইল
বাড়ীর পিছে গিয়া জামাই
গুড়ের ভাণ্ড পাইল।

২৮৭

ভাক্রুম, ভাক্রুম্ কোঁয়রা
মৈষে ভাঙ্গের টেঁয়রা
মৈষ মারতুম্ গেলুম যে
কেঁটা কুটি মৈলুম রে
ভাইয়া আইলে কৈয়া দিয়ম্
পেয়াদা আইলে ধরি দিয়ম্।

২৮৮

ভাড়া ভাত গুছন-গাছন
ছেলেটার চিঙ্ড়ে নাচন চিঙ্রে নাচন।

২৮৯

ভেরন্গোটা পান্যাগোটা
ভাই ভাই এ যুক্তি করের
বৈদ্য বাড়ীত, যাই
তেল দেওরে স্নান করি
ভাত দেওরে খাই
শীতল পাটী বিছাই দেও
বউঅরে নাচাই।

২৯০

ভোঁদড় নাচে
ভোঁদড় নাচে কোনখানে
শতদলের মাঝখানে
সেখানে ভোঁদড় কি করে
ডুব গেলে গেলে মাছ ধরে।

২৯১

মণি আইএর্ জাঙ্গালে
ছাতি ধৈর্গে বাঙ্গালে
ও বাঙ্গাল্যা ও বাঙ্গাল্যা তুলি ধর্ ছাতি
ছোট নয় মোট নয় সেন মোহাশর নাতি।

২৯২

মণি কান্দে কিঅর্ লাই
চিকণ চৈলর ভাতর লাই
আঁউট্যা দুধর সরর্ লাই
সুন্দর এক্গুআ জামাইর লাই।[১]

২৯৩

মণি কোড়ে মণি কোড়ে
হাঁওলা পাতার তলে
হাঁওলা পাতা উল্টাই চাইলে
বিজলী ছটক মারে।

২৯৪

মণি পান্তা ভাতর শনি
অম্বল বড় ঝাল
মাছ পাতরি দেখ্যে মণি
তিনটি দিয়ে ফাল।

২৯৫

মণি পুকুরত্ ন যাইস্ তুই
ঝঁট্যা ময়নাএ ধরি নিব তোয়াই মরিম্ মুই।

২৯৬

মণি যাইব দূর দেশে খাইব দাইব কি
গামছা বান্ধ্যা চিকণ চূড়া ভাণ্ডভরা ঘি।

২৯৭

মণির বাড়ী দূরথুন্ দূর
সম্বাদে আনাইয়ম্ কেতকী ফুল।
কেতকী ফুলের শতেক পাথর
মণির জামাই রসিক নাগর
নাগর চান্দে সাগর বান্ধে
বটবৃক্ষের তলে।

২৯৮

মনা রে কনে মারগে যে কনে ধৈরগে যে
কনে হাঁড়গে যে চুল
এক লড়া চুলর মাঝে লক্ষ টাকার মূল।

২৯৯

মরা রইছে মইরা
সাতদিন ধইরা
শিয়ালে শকুনে খায়
মরা হাড্ডি দেখা যায়।

৩০০

মর্দিনী রে মর্দিনী
খই ভিজি দে খাম্।

খইঅত কোয়া ধান্
চুলত ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা
নাক কাটি পেলা।

৩০১

মাউ কহিএ দা দিতা
দা কি লাই ?
খুঁট্যা কাট্তাম
খুঁট্যা কি লাই ?
ঘর বাইন্তাম্
ঘর কি লাই ?
বৌ আনতাম্
বৌঅর নাম নক্কুণি
পোআ হইএ এককুনি।

৩০২

মাগো মা ঘাটে যেও না ফেউর এসেছে
ফেউরের মাথায় পাকাচুল দাদা দেখেছে
দুইটি কাতলের মাছ লাফ্ফে উঠেছে !
একটি হলেন গণেশ ঠাকুর একটি হলেন টিয়ে
টিয়ের বেটী বিভা দিলেন লাল সাড়ীখানি দিয়ে।
ভাত বড় রান্ধেন টিয়া ব্যঞ্জন বড় রান্ধেন
স্বামীকে ভাত দিয়ে দুয়রে বসে কাঁদ্ছেন।
কাঁদ্ছো কেন কাঁদ্ছো কেন আর একমুট খাও
সাত দুয়ারে কেঁওয়ার লাগায়ে মায়ের বাড়ী যাও।
দামিলের আলা মালা মালিদের ফুল
ঝারে ঝুরে খোঁপা বাঁধবো হাজার টাকার মূল।

৩০৩

মাগো মা ঝাউবনের হাউ এসেছে
হাউ নয় হাউ নয় বুদ্ধি বলছে।
দাদার হাতের লাল লাঠিখান ফিক্কি মেরেছে
গলাতে রক্তমালা তক্ত গেঁথেছে
কারবাদের রসবতী জলকে নেমেছে।
সত্যি করে বল কন্যা তোমার বাড়ী কোন পাড়া?
আমার বাড়ী মধ্য গাঁ
আস্‌তে ডাহিন যাইতে বাঁ।

৩০৪

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিলে দুই গণ্ডা।
বাকি রইল ষোল
তাহা ধুতে আটটা জলে পালাইল।
তবে থাকিল আট
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট।
তবে থাকিল ছয়
প্রতিবেশীকে চারিটা দিতে হয়।
তবে থাকিল দুই
তার মধ্যে একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই।
তবে থাকিল এক
ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ।
এখন হইস যদি মানুষের পো
তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো।
আমি যেই মেয়ে
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে।

৩০৫

মাছ ধর্‌তে গেল পটল রঙ্গরসের বিল
মাছ নিলে ঢোড়া সাপে
বড়্‌শি নিলে চিলে
হে দেবতা পায়ে পড়ি পটল আসুক দেশে।

৩০৬

মাণিক মানিক মাণিক
নাচে দাঁড়ারে খানিক
কত কত সুন্দর কনে আস্‌বে আপনি।

৩০৭

মামাদের পাখী মল
সেখানে যেতে হল
চিঁড়ে-দই খেতে হল
তুমি নাও ঘি কলসী
আমি নিই মণ্ডা হাঁড়া
তামুক খাবো টিকে ধরা
ভুড়ুক ভুড়ুক।

৩০৮

মাসি পিসি বন কাপাসি বনের ভিতর টিয়ে
মাসি গেছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন
জনম ভরে জেনো যাদু মা বড় ধন।
মাকে দিও সাড়ীশাঁখা বাপকে নীলে ঘোড়া
ভাইকে দিও শন কাপাসি—বোনের বেলায় ঘড়া।

দোল দোল দোল রাধাকৃষ্ণ দোল
মায়ের কোলে কচি ছেলে—বোল হরি বোল।
ময়ূরপাখী পেখম ধরে বসে কদম ডালে
খোকা আমার শুয়ে আছে ছাপর খাটের তলে।
দোল দোল দোল বোল হরি বোল
খোকার মা বাড়ী নেই জল আনতে গেছে
খোকার দিয়ে ধিয়ে-ধিয়ে নাচে আলুর গাছে।

৩০৯

মাসী পিসী বন কাপাসী বনের মধ্যে টিয়ে
মাসী গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
আজ হতে জানলাম মা বড় ধন।
মাকে দিলাম শাঁখাশাড়ী বাপকে দিলাম নীলে ঘোড়া
ভাইএর দিলাম বিয়ে
কলসীতে তেল নেইকো কিবা সাধের বিয়ে
কলসীতে তেল নেইকো নাচ্‌বো থিয়ে থিয়ে।

৩১০

মাসী পিসী বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর
কখনো মাসী বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
এতদিন জানিলাম মা বড় ধন।
মাকে দিলুম আমন দোলা
বাপকে দিলুম নীলে ঘোড়া
আপনি যাব গৌড়
আনব সোনার মউর।

তাইতে দেব ভায়ের বিয়ে
আপনি নাচব ধেয়ে।

৩১১

মোর পাগলা মোছন গাজী
ভাত কন্ অক্তে খাবে
ছুকুড়ি বউএর ন কুড়ি খাটাল
ঘুম কন্ অক্তে যাবে।

৩১২

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা যাবেন শ্বশুড়বাড়ী কাজিতলা দিয়ে।
কাজি-ফুল কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা
হাত-ঝুম্‌ঝুম্ পা-ঝুম্-ঝুম্ সীতারামের খেলা
নাচ ত সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে।
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ
হেথায় ত জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট।
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে।
ওড়ফুল কুড়তে হয়ে গেল বেলা
তার বোন্‌কে বিয়ে ঠিক দুক্ষুর বেলা ॥

৩১৩

রাজার খবর আইল
কি খবর পাইল ?

একটি বালিকা চাই লো
কোন বালিকা চাই লো
....[১] বালিকা চাই লো
নিয়ে যাও নিয়ে যাও নিয়ে যাও গো
আয় বালিকা আয় লো।

৩১৪

রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোরাত চড়ি যায়
পথত্ পাইয়ে লাল কেঁয়রা
সীতারে হরি নিয়ে রাজা ভোম রায়।

৩১৫

রাণু কেন কেঁদেছে
ভিজে কাঠে রেঁধেছে
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট
কিনে আন্‌ব শুকনো কাঠ।
তোমার কান্না কেন শুনি
তোমার শিকেয় তোলা ননি
তুমি খাওনা সারাদিনই।

৩১৬

রাম তুই সাড়ে তিন
অমাবস্যে[১] ঘোড়ার ডিম।

৩১৭

রৈদ দে রৈদাণি
চান্দার মা পুতানি
চান্দারে কাটি
সাতঘর বাঁটি।

চান্দার হাতত্ বৈল ফুল
চিরচিরাইয়া রৈদ তুল।
রৈদ ন দি ন দি ঘরত্ যাস্
চন্দ্র সূর্যের মাথা খাস্।
বাড়ীর পিছে কলার ডেম্
কলা কাটি জারিত্ দেম্।
কলা হইয়ে বাতি
গোঞাইর মাথাত্ ছাতি
ডেয়ার মাথাত্
সাতকুড়ি সাত্গুআ লাথি।

৩১৮

রোদ আয়রে হেনে
ছাগল দেব মেনে
ছাগ্লীর মা বুড়ী
কাট কুড়ুতে গেলি
ছ'খান কাপড় পেলি
ছ'বউকে দিলি।
আপনি মরিস জাড়ে
কলাগাছের আড়ে
কলা পড়ে দুপ্ দাপ্
বুড়ী খায় কুপ্ কাপ্।
যা বুড়ী তুই সিংটী
সেথা পাবি আংটী
যা বুড়ী তুই কোলকাতা
সেথা পাবি ছেঁড়া কাঁথা

যা বুড়ী তুই বদ্দমান
সেথা পাবি জলপান
বদ্দমানের রাঙা মাটি
বুড়ীকে ধরে ছ্যাডাং কাটি।

৩১৯

লড়িয়া রে লড়িয়া
হাতীর কান্ধত্ চড়িয়া
হাতীর কান্ধত্ দমা বাজে
পাটেশ্বরী নাটত্ নাচে।
পাডরে জোয়ান ভাই।
বৈল ছিরি দে খেলা খাই।
বৈলে ধরে থোব থোব
চিলে মারে ঐক্কে ছোপ।
বান্যা বাড়ীর কন্ ঘাঁটা
পুব্ দুয়ারি মাদার কেঁটা
মাদার কেঁটা হেট করি
বাবু আইয়ের পাল্কীত্ চড়ি
ছিরিপুর্গ্যা ভাঙ্গা ঘর
খাপ্ দি খাপ্ দি বকা ধর
বকা ধাইল রোষে
ছিরিপুর্গ্যার দোষে।

৩২০

লেখা পড়া যেমন তেমন
জামা জোড়া কেমন?
শিমুলে ফুটেছে ফুলে লাল পারা কেমন।

৩২১

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ
ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা
লুটিয়ে লুটিয়ে খায় যত গোপের বালা
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে
তাদের হাতে নড়ি কাঁধে ভাঁড় নাচে থেয়ে থেয়ে।

৩২২

শিল শিলাতি শিলাতা শিলা আছে ঘরে
হর বলে গৌরী কি ব্রত করে
দশ পোঁথেলে পোঁথলটি সাত ভাইএর বোনকে
সীতায় সিঁদুর পরে সে।
লক্ষপতি মা পেলুম লক্ষপতি বাপ্ পেলুম
জনম রাজা ভাই পেলুম রাম লক্ষণ সীতা পেলুম
কৃষ্ণ কুলে জন্ম নিলাম লক্ষীর মত রাধুনি হলুম
অন্নপূর্ণার মত দাতা হলেম।

৩২৩

শীত করের্ বান করের্ করই ভাঙি দে
তোর করইএ মোর করইএ ভুড়ি বান্ধি (?) দে।
ভুড়ির ভিতর চেরাক জ্বলের খালত্ পেলাই দে
খালের মাঝে নৈল্যা ইঁচা সুর্কা রান্ধি দে।
সুর্কা খাইয়ে বিলাইয়ে
বউঅরে ধরি কিলাইএ।
কোড়ে পলাইম্ কোড়ে পলাইম্
সিন্দুর গাছের তলে

সিন্দুর গাছে দোহাই দিএ
আইআ বাড়ির তলে।
আইআ বাড়িত্ লতা পাতা
বন্ধুর বাড়িত্ তেল
তেল পড়াইতাম গেলুম্‌রে উন্দুর শুয়া গেল্।
বাঘ মারম্ ধুম্ ধাম্ উন্দুর মারম শুয়া
এই পথ দি হাঁটি যাইব মেহেতারার ছাউআ।
মেহেতারার ছাউআ নয় ভালুকের কেশ
আর কত দূর দেইবি তোরার মা বাপর দেশ।

৩২৪

শ্রাবন মাসেতে প্রভু
হাওলা খাইলা কই
খাইতে হোয়াদ্ লাগ্যে হাওলা
আরো আন গৈ।

৩২৫

ষষ্ঠী বাছা পানের গোছা
তুলে নারা রে
যে আবাগী দেখতে নারে
পাড়া ছেড়ে যারে।

৩২৬

সদাগরের মামাবাড়ী
কাঁসাই নদীর তীরে
সদাগর গেল মামার বাড়ী
বসতে দিল পিঁড়ে।

জলখাবার দিল তারে
শালিক-ধানের চিড়ে
শালিক-ধানের চিড়ে নয়
বিন্নি ধানের খই
তার সঙ্গে আরো আছে
কাকমারীর দই ।

৩২৭

সাইমণি দোলে রতন বাবু[১] কোলে
দুগ্‌গো প্রতিম জলে ।
মামী কাটে সরু সুতো
মামা কাচে পাট
সত্যি করে বলরে মামী
মামা কি তোর বাপ ?

৩২৮

সাইর নাচে শালিক নাচে
মাদার পুষ্প খাইয়া
দুধর ছাবাল নাচে
মায়ের কোল পাইয়া ।

৩২৯

সাইর মণি পাগল মণি
সাইর মোম করে
এক মণ ঠেল্যার জল দি
মোর সাইরগ্যা স্যান করে ।

৩৩০

সাইর শুয়া তুয়া পক্ষী গভীন বিলে চরে
সাইরটা বুলি ডাক দিলে বুক জুড়িয়া পড়ে।

৩৩১

সাধ করি পালিলুম পাখী নামে হীরামন
পিজরাত থাকিরে পাখী ডাকে ঘনে ঘন।

৩৩২

সানাই বাজে জোড়া জোড়া
কর্তাল বাজে রৈয়া
মা বাপর কি ধন খাইলাম
দূরে ন দ্য বিয়া।
দূরে ন দ্য দূরে ন দ্য
গাইলর ভাগী হৈবা।
কাছে ন দ্য কাছে ন দ্য
চুলাচুলি হৈবা
মধ্যে দিও মধ্যে দিও দিনর সম্বাদ লৈবা।
ছিক্কা ভরি লৈতে টাকা গায়ে কৈল্ল বল
ডুলি ভরি দিতে কন্যার চক্ষের পড়ে জল।
খুড়ী জেঠী কান্দন করে পাক ঘরেতে বসি
এভায়ারি ঝিঅরে নিল পাক ঘর শূন্য করি।
মায়ে ত কান্দন করে হাতিনাতে বসি
এ ঝিঅরে নিল মোর হাতিনা শূন্য করি
খুড়া জেঠা কান্দন করে গোঞাইর শূন্য করি।

বাপে ত কান্দন করে উঠানেত বসি
এ ঝিয়রে নিল মোর উঠান শূন্য করি।
ভইনে ত কান্দন করে খেলার ঘরে বসি
এ ভইনরে নিল মোর খেলা ভঙ্গ করি।
ভাইএ ত কান্দন করে দোলার খুঁটা ধরি
এ ভইনরে নিল মোর দোলা শূন্য করি।
না কান্দিও মা বাপরে সঙ্গে যাইবো ভাই
পরর পুতরে বান্দি দিয় কোন দাবি নাই
থাল দিয় লোটা দিয় আরো দিয় গাই
সেই গাভীর চরানি দিয় কন্যার ছোট ভাই।

৩৩৩

সাহানা কিনিতে গেলা তাতি পুরন্দপুরের হাট
কোথা ছিল টুট্টুরে বেঙ্গ আগুলিল বাট।
তরাসে মরাসে তাতি উঠিল গা গাছে
কোথা ছিল কাঠবেড়ালি ডাড়িতে ধর‍্যা নাচে।
তরাসে মরাসে তাতি নামিল [গা] ভুঞে
কোথা ছিল কোলা বেঙ্গ মুতে দিল মুঞে।
তরাসে মরাসে তাতি যায় গুড়ী গুড়ী
কোথা ছিল জাড়ি বেঙ্গ মাল্যেক ফাবুড়ি।
না মার না মার ঠাকুর তাতির গোসাঞি
রাঙা ধড়ি বুনে দিব বানির দায় নাঞি।

৩৩৪

সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে
খোঁকনকে যে খোঁড়ে তার মুখটি পোড়ে
আর যে খোঁড়ে মনে মনে
পুড়ে মরুক সে আঁধার কোণে।

৩৩৫

সুড়সুড়ুনি গুড়গুড়ুনি নদী এল বান
শিবু ঠাকুর বিয়ে কল্লেন তিন কন্যে দান
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।
বাপেদের তেল আমলা মালীদের ফুল
এমন করে চুল বাঁধবো হাজার টাকা মূল
হাজারে বাজারে পড়ে পেলাম খাঁড়া
সেই খাঁড়া দিয়ে কাটলাম নালকচুর দাঁটা।

৩৩৬

সুধা ন খায় দুধা ভাত
গোয়ালা ন দে দই
পিছু পিরা দি হরিণ ধাইল
সুধার মারে লই।

৩৩৭

সেই মামা সেই মামী
সেই পুকৈরপার ঘর।
তখন কেন গো মামী
হাতে রাখছিলে সর?

৩৩৮

হরম বিবির খড়ম পায়
লাল বিবির জুতো পায়
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই
ঢাকা গিয়ে ফল খাই
সে ফলের বোঁটা নাই।

৩৩৯

হরি আছেন কোন্‌খানে
পদ্মডাঙ্গার বন্‌খানে।
সেখানে হরি কি করে
কাঁদা গিঁজে গিঁজে মাছ ধরে।
তবে কি তোদের মাছ ধরা
হরি খেতে চান মণ্ডা মনোহরা।

৩৪০

হাকাকাণা জুজুমানা তালের গাছে আছে।
যে ছেলে কাঁদে তার ঘাড়ে চড়ে নাচে।

৩৪১

হাটত্‌ও ন গেলাম মাঠত্‌ও ন গেলাম্‌
জলত্‌ও ন গেলাম্‌ লাজে
কন কুণ্ডায়ে দিয়ে কোঁটা
কালা ঝাঁটার মাঝে।

৩৪২

হাড় গিলেরে ভাই, চিঁড়া কোটরে খাই,
একটা চিড়ে কম পল্লে দাদার বাড়ি যাই,
দাদার আছে দোয়া গরু আমার আছে ভাই,
দুই ভায়েতে যুক্তি করে মধুপুরে যাই। ইত্যাদি

৩৪৩

হাড়ি ঢুর্‌ ঢুর্‌ পাতিলা ঢুর্‌ ঢুর্‌
হরা হৈয়ে কাইত্‌
সকলর বাটা সকলে খাইয়ে
ও আমার পাগলার বাটা কই।

পাগলার বাটা বিলাইএ খাইয়ে
ও আমার পাগলার আপদ বলাই লই।

৩৪৪

হাতত্ চুম্ব ন দিও
কড়ি ছাড়া হইবো
পাঅত্ চুম্ব ন দিও
বিদেশত যাইবো
ললাটেত দিও চুম্ব
লক্ষ বছর জীবো।

৩৪৫

হাত ফুল ফুল গা ফুল ফুল আঘাত না দেয় ফুঁক
পরের হাতের ভাত খেয়ে চাঁদ যে হেন মুখ।

৩৪৬

হাম্‌গুড়ি আইয়ে হাম্‌গুড়ি যায়
কালা তুলসীর তলে
বিজলী ছটকে শ্রীহরি দেখিলুম্
কন্ তপস্যার ফলে।

৩৪৭

হাঁড়ি ঢুন্ ঢুন্ পাতিলা ঢুন্ ঢুন্
ডেয়া ফেলে চোরে
কৈলকাতাত্থুন্ কি বৌ আনলুম্
সদা পরাণ পুড়ে।

৩৪৮

হাঁসা ঘোড়া জামা জোড়া উত্তম পাগুড়ি
জাড়গাঁয়ের কালুরায় দিগুড়েতে বাড়ী।

৩৪৯

হুড়্ হুড়াই চুড়্ চুড়াই ন আনিও ঝড়
মারে বন্‌বাস দিই পুত যায় ঘর।

৩৫০

হুঁহুঁরে নড়িয়ে, হস্তীর পরে চড়িয়ে।
হস্তী তুল তুল করে, তার উপরে পায়রা উড়ে।
আয় পায়রা নাম্‌সে, লাফা বাগুণ ধর্‌সে।
লাফা বেগুণ খলবলায়, খোড়া ভাই খেড়খেড়ায়।
খেড় খেড়াতি লাগল হুড়, কে যাবি ভাই বেরামপুর।
বেরামপুর না পাকপাড়া, তিন ছয় আঠার ঘোড়া।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় জুঝিব, চাল গুটা দুই খুজিব।
চেলের ভাত আজি গুজি, ধরে মরদ পা'ড়ে বুঝি।
ইত্যাদি

৩৫১

হেনা হেনা হেনা
তপ্ত দুধের ফেনা
শিম ছটা ছটা
বেগুণ গোটা গোটা।
হর পার্বতী
লক্ষ্মী সরস্বতী
রামসীতার বিয়ে
সিঁথেয় সিঁন্দুর দিয়ে।
ও অলকা
নাক তেলকা
বুক ঝলকা।

৩৫২

হেঁচোড়া ঠাকরুণ লো ফ্যাচোঁড়া চুল
তাতে কি শোভে লো গাঁদা ফুল
গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া
পাঁড়া পড়শী লো জয় জোকার দিয়া
জয় দিব না জোকার দিব
সোণার যাদুধন কোলে তুলে নেব।

৩৫৩

হ্যাদেরে কলমীলতা
এতকাল ছিলে কোথা?
এতকাল ছিলাম বনে,
বনেতে বাগদী মো'ল,
আমারে যেতে হোল।
তুমি নেও কলসী কাঁকে
আমি নিই বন্দু হাতে
চল যাই রাজ পথে।
ছেলের মা গয়না গাঁথে
ছেলেটি তুড়ুক নাচে।

—— —

টীকা

১ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২-১০ চট্টগ্রাম-করিম। ১১ বর্ধমান-পাঠান্তর [১]'যন্তর'-শ্রীসুকুমার সেন—ছড়াটি হুগলিতেও প্রচলিত। ১২ ময়মনসিংহ-ভৌমিক। ১৩ বাঁকুড়া-রায়[২]। ১৪ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ; পাঠান্তর[১] 'মামার' হুগলি। ১৫ মুর্শিদাবাদ-আহমদ্। ১৬ চট্টগ্রাম-করিম। ১৭ সাঁওতাল পরগণা-গুপ্ত[২]। ১৮ বাঁকুড়া-রায়[২]। ১৯ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ; বর্ধমানের একটি খেলার ছড়া-শ্রীসুকুমার সেন। ২০ মুর্শিদাবাদ-আহমদ্—ছোট মেয়েদের ব্যায়াম। ২১ বর্ধমান-শ্রীমতী সুনীলা সেন; ছড়াটি চন্দননগরেও প্রচলিত। ২২ বিক্রমপুর-দাসগুপ্ত। একটি খেলার ছড়া। ২৩ চট্টগ্রাম-করিম। ২৪ হুগলি-শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত—একটি মেয়েলি খেলার ছড়া; পাঠান্তর [১]'চল রে ঘোড়া'; [২]'ও বিবিরা সরে দাঁড়া' [৩]এই ছত্রেই বাঁকুড়া-পাঠ শেষ—শ্রীফটিক গুই এবং শ্রীপ্রদীপ বাট। ২৫ বর্ধমান-শ্রীসুকুমার সেন—ছড়াটি হুগলিতেও প্রচলিত। ২৬ স-সা-প-প ১৩১২। ২৭ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২৮-৯ চট্টগ্রাম-করিম। ৩০ বাঁকুড়া-রায়[২]। ৩১ চণ্ডীমঙ্গল-কবিকঙ্কণ। ৩২ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৩৩ সাঁওতাল পরগণা-গুপ্ত[২]। ৩৪-৩৫ চট্টগ্রাম-করিম। ৩৬ পাবনা-কাব্যভূষণ। ৩৭ আসানসোল-ম-বা। ৩৮ বর্ধমান-রায়[১]। ৩৯ আসানসোল-ম-বা। ৪০ বর্ধমান-শ্রীসুকুমার সেন—[১]শ্রোতা শিশুর নাম। ৪১ কলিকাতা-নবনলিনী সেন। ৪২ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৪৩ বনবিষ্ণুপুর-রায়[২]। ৪৪-৬ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৪৬ পাঠান্তর [১]'রূপের'; [২]'দিব্যি'-রবীন্দ্রনাথ। ৪৭ বাঁকুড়া-শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার। ৪৮ মুর্শিদাবাদ-আহমদ্। একটি খেলা। ৪৯ ময়মনসিংহ-ভৌমিক। ৫০ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৫১ চট্টগ্রাম-করিম। ৫২ মেদিনীপুর-রায়[২]। ৫৩ হুগলি-গুপ্ত[১]। ৫৪ বর্ধমান-রায়[১]। ৫৫ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৫৬ সাঁওতাল পরগণা-গুপ্ত[২]। ৫৭ মুর্শিদাবাদ-

আহমদ্—একটি খেলা। ৫৮ কলিকাতা রবীন্দ্রনাথ। ৫৯-৬২ চট্টগ্রাম-করিম। ৬৩ বাঁকুড়া-রায়[২]। শেষ ছত্রের পর যোগ করিতে হইবে—

ধন ধন ধন ধনিয়া
কাপড় দেব বনিয়া।
গরবিনী তোদের গরব সাজে না
তোরা গরব করিস না।

৬৪ বর্ধমান-রায়[১]। ৬৫ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৬৬ চট্টগ্রাম-করিম। ৬৭ আসানসোল-ম-বা। ৬৮ বর্ধমান-শ্রীসুকুমার সেন। ছড়াটি হুগলিতেও প্রচলিত। ৬৯ ভট্টাচার্য। ৭০-১ চট্টগ্রাম-করিম। ৭২ বর্ধমান-রায়[১]। ৭৩ কলিকাতা-নবনন্দিনী সেন। ৭৪ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৭৫ বর্ধমান-শ্রীসুকুমার সেন। ৭৬ বিক্রমপুর-দাসগুপ্ত; একটি খেলার ছড়া। ৭৭-৯ চট্টগ্রাম করিম। ৮০-১ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৮২ চট্টগ্রাম-করিম। ৮৩ বর্ধমান-রায়[১]। ৮৪ চট্টগ্রাম-করিম। ৮৫ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৮৬-৭ চট্টগ্রাম-করিম। ৮৮-৯ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৯০-১ হুগলি-গুপ্ত[১]। ৯২-৫ চট্টগ্রাম-করিম। ৯৬ স-সা-প-প ১৩১২। ৯৭-৮ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৯৯ বর্ধমান-রায়[১]। পাঠান্তর[১] আরও একটি বর্ধমান-পাঠে ইহার পর 'তোমরা কেউ করো না মানা' অতিরিক্ত পাওয়া যায়। ১০০ বর্ধমান-শ্রীসুকুমার সেন। ছড়াটি হুগলিতেও প্রচলিত। ১০১ চট্টগ্রাম-করিম। ১০২ হুগলি-শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ১০৩ বাঁকুড়া-শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার। ১০৪ চট্টগ্রাম-করিম। ১০৫ বর্ধমান-শ্রীসুকুমার সেন। ১০৬ চট্টগ্রাম-করিম। ১০৭ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১০৮-০৯ চট্টগ্রাম-করিম। ১১০ স-সা-প-প ১৩১২। ১১১ চট্টগ্রাম-করিম। ১১২ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১১৩ স-সা-প-প ১৩১২। ১১৪ হুগলি-পাঠান্তর [১]'খেঁদি'; [২]'বড়বড়ানি'-শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ১১৫ স-সা-প-প ১৩১২। ১১৬ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১১৭ ময়মনসিংহ-ভৌমিক। ১১৮-১৯ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১২০ বর্ধমান-রায়[১]। ১২১ বাঁকুড়া-রায়[২]। ১২২ চট্টগ্রাম-করিম। ১২৩ বনবিষ্ণুপুর-রায়[২]। ১২৪ স-সা-প-প ১৩১২। ১২৫

কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১২৬ বর্ধমান-রায়[১]; পাঠান্তর [১]'পুটুরানীর'; [২]'তারা সোনায়'; [৩]'পটল'; [৪]'কত'-এই ছত্রেই বাঁকুড়া-পাঠ শেষ-রায়[২]। ১২৭ আসানসোল-ম-বা। ১২৮ বাঁকুড়া-রায়[২]। ১২৯ আসানসোল-ম-বা। ১৩০ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৩১ আসানসোল-ম-বা। ১৩২-৩৩ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৩৪ আসানসোল-ম-বা। ১৩৫ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬ আসানসোল-ম-বা। ১৩৭-৪৮ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৪৯-৫০ বর্ধমান-রায়[১]। ১৫১-৫২ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৫৩ স-সা-প-প ১৩১২। ১৫৪ বর্ধমান-রায়[১]। ১৫৫ বিক্রমপুর-দাসগুপ্ত—একটি খেলার ছড়া ১৫৬ চট্টগ্রাম-করিম। ১৫৭-৫৯ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৬০ বর্ধমান-রায়[১]। ১৬১-৬৪ চট্টগ্রাম-করিম। ১৬৫-৬৬ পাবনা-কাব্যভূষণ। ১৬৭ বর্ধমান-রায়[১]। ১৬৮ স-সা-প-প ১৩১২। ১৬৯ মুর্শিদাবাদ-আহমদ্। একটি খেলা। ১৭০ চট্টগ্রাম-করিম। ১৭১ বর্ধমান-রায়[১]। ১৭২ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৭৩ মেদিনীপুর-রায়[২]। ১৭৪ বর্ধমান-রায়[১]। ১৭৫ বিক্রমপুর-দাসগুপ্ত। একটি খেলার ছড়া। ১৭৬ ভট্টাচার্য। ১৭৭-৭৮ বিক্রমপুর-দাসগুপ্ত। খেলার ছড়া। ১৭৯-৮২ চট্টগ্রাম-করিম। ১৮৩ আসানসোল-ম-বা। ১৮৪-৮৮ চট্টগ্রাম-করিম। ১৮৯ চট্টগ্রাম-পাঠান্তর [১]'বেঁকা'-করিম। ১৯০-৯১ বিক্রমপুর-দাসগুপ্ত। খেলার ছড়া। ১৯২ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩-৯৭ চট্টগ্রাম-করিম। ১৯৮ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ১৯৯ পশ্চিম-দিনাজপুর-শ্রীরাধাপদ সেন। ২০০ চট্টগ্রাম-করিম। ২০১ বাঁকুড়া-শ্রীমতী সন্ধ্যা সরকার ও শিপ্রা সরকার। ২০২ হুগলি-গুপ্ত[১]। ২০৩ স-সা-প-প ১৩১২। ২০৪ চট্টগ্রাম-করিম। 'দুধা' নামে একটি খেলার ছড়া। ২০৫ মেদিনীপুর-রায়[২]। ২০৬ স-সা-প-প ১৩১২। ২০৭ চট্টগ্রাম-করিম। ২০৮ হুগলি-গুপ্ত[১]। ২০৯ বাঁকুড়া-রায়[২]। ২১০ বর্ধমান-রায়[১]। ২১১ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২১২ চট্টগ্রাম-পাঠান্তর [১]প্রথম দুই ছত্রের 'দোলাত্ চড়ম দোলাত চড়ম্, দোলার খুটি লড়ে'-করিম। ২১৩ বনবিষ্ণুপুর-রায়[২]। ২১৪ সাঁওতাল পরগণা-গুপ্ত[২]। ২১৫ বনবিষ্ণুপুর-রায়[২]। ২১৬ বর্ধমান-রায়[১]। ২১৭ হুগলি-গুপ্ত[১]। ২১৮ সাঁওতাল পরগণা-গুপ্ত[২]। ২১৯ সাঁওতাল পরগণা-পাঠান্তর[১] 'দেখ'-গুপ্ত[২]। ২২০ বর্ধমান-রায়[১]। ২২১ বর্ধমান-রায়[১]; পাঠান্তর[১] প্রথম তিন ছত্র লইয়া

আসানসোল-পাঠ-ম-বা। ২২২-২৩ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২২৪-২৭ চট্টগ্রাম-করিম। ২২৮-২৯ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২৩০ আসানসোল-ম-বা। ২৩১ বনবিষ্ণুপুর-পাঠান্তর[১] 'নেপুর'-রায়[২]। ২৩২ চট্টগ্রাম-করিম। ২৩৩ স-সা-প-প ১৩১২। ২৩৪-৩৬ চট্টগ্রাম-করিম। ২৩৭ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২৩৮ পাবনা-কাব্যভূষণ। ২৩৯-৪৪ চট্টগ্রাম-করিম। ২৪৫ স-সা-প-প ১৩১২। ২৪৬-৪৭ সাঁওতাল পরগণা-গুপ্ত[২]। ২৪৮ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২৪৯ বাঁকুড়া-রায়[২]। ২৫০-৫১ চট্টগ্রাম-করিম। ২৫২ স-সা-প-প ১৩১২। ২৫৩ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২৫৪ স-সা-প-প ১৩১২। ২৫৫ চট্টগ্রাম-করিম। ২৫৬-৫৯ বাঁকুড়া-রায়[২]। ২৬০ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২৬১ বাঁকুড়া-রায়[২]। ২৬২ সাঁওতাল পরগণা-গুপ্ত[২]। ২৬৩ হুগলি-গুপ্ত[১]। ২৬৪ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২৬৫-৬৭ চট্টগ্রাম-করিম। ২৬৮ পাবনা-কাব্যভূষণ। ২৬৯ স-সা-প-প ১৩১২। ২৭০-৭১ চট্টগ্রাম-করিম। ২৭২ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ২৭৩ বর্ধমান-রায়[১]। ২৭৪-৭৭ চট্টগ্রাম-করিম। ২৭৮ স-সা-প-প ১৩১২। ২৭৯-৮১ চট্টগ্রাম-করিম। ২৮২ বর্ধমান-রায়[১]। ২৮৩ স-সা-প-প ১৩১২। ২৮৪ মেদিনীপুর-রায়[২]। ২৮৫ স-সা-প-প ১৩১২। ২৮৬-৮৯ চট্টগ্রাম-করিম। ২৯০ হুগলি-গুপ্ত[১]। ২৯১ চট্টগ্রাম-করিম। ২৯২ চট্টগ্রাম-পাঠান্তর[১] 'সুন্দর একগুআ বউঅর লাই'-করিম। ২৯৩-৯৮ চট্টগ্রাম-করিম। ২৯৯ বিক্রমপুর-দাশগুপ্ত। একটি খেলার ছড়া। ৩০০-০১ চট্টগ্রাম-করিম। ৩০২-০৩ স-সা-প-প ১৩১২। ৩০৪ ইতিহাস মালা-উইলিয়ম কেরি। ৩০৫ বাঁকুড়া-রায়[২]। ৩০৬ বর্ধমান-রায়[১]। ৩০৭ বর্ধমান-শ্রীমতী সুনীলা সেন। ৩০৮ ভট্টাচার্য। ৩০৯-১০ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৩১১ চট্টগ্রাম-করিম। ৩১২ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৩১৩ হুগলি-শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। একটি মেয়েলি খেলা; [১]শূন্যস্থানে একটি বালিকার নাম করা হয়। ৩১৪ চট্টগ্রাম-করিম। ৩১৫ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৩১৬ বর্ধমান-শ্রীসুকুমার সেন; পাঠান্তর[১] 'আমাবস্তে'। একটি খেলার ছড়া। ছড়াটি হুগলিতেও প্রচলিত। ৩১৭ চট্টগ্রাম-করিম। ৩১৮ বর্ধমান-রায়[১]। ৩১৯ চট্টগ্রাম-করিম। ৩২০ বাঁকুড়া-রায়[২]। ৩২১ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৩২২ সাঁওতাল পরগণা-গুপ্ত[২]। ৩২৩-২৪ চট্টগ্রাম-করিম।

৩২৫ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৩২৬ তমলুক (মেদিনীপুর)-শ্রীরাজেন্দ্রনাথ জানা। ৩২৭ হুগলি-পাঠান্তর[১] 'মণি'-সরস্বতী দে এবং কলিকাতা-শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। ৩২৮-৩২ চট্টগ্রাম-করিম। ৩৩৩ মনসামঙ্গল-শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত এবং এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত। ৩৩৪ বর্ধমান-রায়[১]। ৩৩৫ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৩৩৬ চট্টগ্রাম-করিম। ৩৩৭ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩৩৮ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ। ৩৩৯-৪০ স-সা-প-প ১৩১২। ৩৪১ চট্টগ্রাম-করিম। ৩৪২ ভট্টাচার্য। ৩৪৩-৪৪ চট্টগ্রাম-করিম। ৩৪৫ স-সা প-প ১৩১২। ৩৪৬-৪৭ চট্টগ্রাম-করিম। ৩৪৮ বাঁকুড়া-রায়[২]। ৩৪৯ চট্টগ্রাম-করিম। ৩৫০ ভট্টাচার্য। ৩৫১ হুগলি-শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। একটি মেয়েলি খেলা। ৩৫২-৫৩ কলিকাতা-রবীন্দ্রনাথ।
